

মীলাদুন্নবী (সা.) ও একটি পর্যালোচনা

فرحم الله امرأ اتخذ ليالي
شهر مولده المبارك اعيادا
ليكون اشد علة علي من في
قلبه مرض وعناد-

(ما ثبت بالسنة: عيد الحق محدث
دهلوي رحمة الله عليه)

মোঃ গিয়াস উদ্দিন

মীলাদুন্নবী (সা.) ও একটি পর্যালোচনা

فرحم الله امرأ اتخذ ليالي شهر مولده المبارك اعيادا ليكون
اشد علة علي من في قلبه مرض وعناد -
(ما ثبت بالنسبة: عبد الحق محدث دهلوي رحمه الله عليه)

মোঃ গিয়াস উদ্দিন

প্রকাশক:

লেখক কর্তৃক প্রকাশিত

প্রকাশকাল:

নভেম্বর ২০১৬

AMRAN HOSAN
Gobindopur, Juri, Moulvibazar
Mobile : 01783587480
01850054403

প্রাপ্তিস্থান:

• সাইমুন লাইব্রেরী

হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা সংলগ্ন
সুবহানীঘাট সিলেট

• নোমানিয়া লাইব্রেরী

হাজী কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট

মূল্য: ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

সূচীপত্র

■ ভূমিকা	০৩
■ সীরাতুননবী কিংবা তাকসীকুল কুরআনকে মীলাদুননবীর বিকল্প হিসেবে দাঁড় করানো কতটুকু যৌক্তিক?	০৪
■ বক্তব্যের মাধ্যমে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শারায়ত বা উচ্চ মর্যাদা প্রদর্শন	০৭
■ কাজের মাধ্যমে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উচ্চ মর্যাদা প্রদর্শন	০৮
■ আপন বুয়ুর্গের শৈশবকালীন ঘটনা শুনা কিংবা শুনানোর চাইতে নবী কারীম (সা.) এর শৈশবকালীন ঘটনা বর্ণনার মর্যাদা কি কম?	১৭
■ সীরাতের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীস গ্রহণযোগ্য হলে মানাকিবের ক্ষেত্রে কেন গ্রহণযোগ্য হবে না?	১৯
■ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৃষ্টির প্রথম থেকেই রহমত লাভের ঋণাধারী	২০
■ শায়খ মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদনী সাহেবের বক্তব্য	২০
■ শাহ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)-এর বক্তব্য	২১
■ শায়খ মাওলানা সাযীদ ফখরুদ্দীন আহমদ সাহেবের বক্তব্য	২২
■ শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রুহমতুল্লাহি আলাইহি এর জ্ঞানের গভীরতা ও রাসূল (সা.) এর দরবারে মাকবুলিয়ত সম্পর্কে কিছু তাত্ত্বিক আলোচনা	২৩
■ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর মাকবুলিয়ত	২৮
■ সর্ব ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি আদব রক্ষা ফরয	২৯
■ নবী প্রেমই কি কাওকাবারীর অপরাধ	৩১
■ দেওবন্দী মশায়খগণের দৃষ্টিতেও কুরুনে সালাসার পরের অনেক উত্তম আমল আদায়ের আবিষ্কৃত পদ্ধতি বিদআতে মানদুহাহ (কাজটি করা জায়িয়, বরং করাই ভাল) এর অন্তর্ভুক্ত	৩৩
■ হযরত আব্বাস (রা.) এর একটি স্বপ্নের তাত্ত্বিক আলোচনা	৩৮
■ রাসূলে পাক সা. এর জন্ম যেমন বরকতময়, তাঁর ওফাতও তেমন বরকতময়	৩৯
■ ঈদে মীলাদুননবী সম্পর্কে কিছু তাত্ত্বিক আলোচনা	৪৩
■ তাওহিদবাদী অথবা তৌহীদী জনতা গয়র মুকাল্লিদ লা-মায়হাবীদের আবিষ্কৃত নাম	৪৫
■ তথাকথিত তাওহীদী খারিজীদের ইবাদত বন্দেগী দেখে প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়	৪৬
■ শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.) এর দৃষ্টিতে মীলাদুননবী (সা.) পালনের উপকারিতা	৪৮
■ রাসূলে পাক সা. এর জন্মের শুকরিয়াস্বরূপ শিরনী (বিভিন্ন ধরনের খাবার) ইত্যাদি করা	৪৮
■ মীলাদুননবী উপলক্ষে শাহ আব্দুর রহীম মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর খানা বিতরন	৪৮

ভূমিকা

নবীগণকে খাটো করে দেখা, তাঁদের সম্মানকে হেয় দৃষ্টিতে দেখা কাফির-মুশরিকদের স্বভাব ছিল, যার অনেক প্রমাণ কুরআনে কারীমে আছে। কুরআনে কারীমের যে আয়াতেই নবীগণকে কোন বৈশিষ্ট্য ছাড়া কেবল বশর (মানুষ) বলা হয়েছে, দেখা যায় সেটি মূলত কাফিরদের উক্তি ছিল, যা আব্বাহ তাআলা উদ্ধৃতি হিসাবে কুরআনে কারীমে বর্ণনা করেছেন। কাফিরগণ নবীদেরকে সাধারণ মানুষের মত বুঝানোর জন্য এসব কথা বলত। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত কয়েকটি আয়াত নিম্নে পেশ করা হল-

(১) قَالُوا مَا أَتَيْنَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلَنَا তারা বলল, তোমরাতো আমাদের মত মানুষ। (সূরা ইয়াছিন), (২) مَا تَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا আমরা তোমাদেরকে আমাদের মতো মানুষ মনে করছি। (সূরা হুদ), (৩) هَلْ خَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ সে তো তোমাদের মতই একজন মানুষ। (সূরা আশ্বিয়া), (৪) مَا خَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ সে তোমাদের মতো মানুষ ছাড়া কিছুই নয়। (সূরা মু'মিনুন),

মুসলমানদের মধ্যে ওয়াহাবীরাও অনেক ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে তার সম্মান ও মর্যাদার সাথে সম্পর্কিত অনেক বিষয়কে কাঁট ছাট করে অথবা বাদ দিয়ে দেয়ে। নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বকার ঘটনাবলী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওয়াতের সত্যতার সাক্ষী বহন করে। এসব ঘটনাকে ইরহাসাত, দালাইলুন নবুওত বলা হয়। সেজন্যে মুহাদ্দিসীনে কিরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওয়াতের ভিত্তিকে মযবুত দলীল দ্বারা সাব্যস্ত করার জন্য বর্ণনা করেছেন। এমনকি হাদীসের ইমামগণ সে সকল বিষয় নিয়ে স্বতন্ত্র কিতাবাদিও রচনা করেছেন। তাছাড়া মুহাদ্দিসীনে কিরাম তাদের নিজ কিতাবে অত্যন্ত গুরুত্বের সহিত মানাকীব (ফযীলত) অধ্যায়ে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্মকালীন ঘটনা ও তার বংশ মর্যাদা আলোচনা করেছেন।

খারিজীদের দ্বারা প্রভাবিত কিছু তথাকথিত আলিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্মকালীন ঘটনা ও তার বংশ মর্যাদার আলোচনার ফয়েয থেকে মুমিন বন্দাহদেরকে দূরে রাখার কৌশল হিসাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনের এমন একটি অংশকে বাদ দেয়ার যড়যন্ত্র করে যা হাদীস, ইতিহাস ও তাফসীরের কিতাবসমূহে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে।

তারা তাঁর পবিত্র শানে বেআদবীমূলক ও অবাস্তব কথা বলে থাকে। এমনকি তারা তাদের বেআদবীর চূড়ান্ত রূপ হিসাবে এ কথাও বলে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওত প্রকাশের পূর্ববর্তী জীবন তথা তাঁর জন্ম থেকে চল্লিশ বৎসরের জীবনের কোন গুরুত্ব নেই। (নাউযুবিল্লাহ)

তাদের এ সব অপপ্রচার এবং বেআদবীমূলক বক্তব্য থেকে সাধারণ মুসলমানদের সতর্ক করার জন্য আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

সীরাতুননবী কিংবা তাফসীরুল কুরআনকে মীলাদুননবীর বিকল্প হিসেবে দাঁড় করানো কতটুকু যৌক্তিক?

হাদীসের যে কিতাবে সিয়র, আদব, তাফসীর, আকাঈদ, ফিতান, আশরাত, আহকাম ও মানাকিব-এই আটটি বিষয় সম্পর্কিত হাদীস আছে তাকে জামে' (جامع) বলা হয়। এ ৮টি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেয়া হল।

১. সিয়র: শব্দটি সীরাতুন (সীরাত) শব্দের বহুবচন। হাদীসের কিতাবাদিতে এটি এমন এক অধ্যায় যেখানে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র জীবনের ঘটনাবলী সম্পর্কিত হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

সিয়র সম্পর্কে শরহে মুআত্তা গ্রন্থাকার বলেন-

السيرة جمع سيرة بمعنى طريقة واصله جالة السير - الا انما غلبت في لسان اهل الشرع علي المغازي - (شرح الموطا)

অর্থাৎ সিয়র শব্দটি সীরাতুন শব্দের বহুবচন। অর্থ রাস্তা। মূলত তা পথ চলার অবস্থাকে বুঝায়। তবে আহলে শরী'আতের নিকট ইহা যুদ্ধ বিগ্রহ অর্থে প্রাধান্য পেয়েছে।

আল-আরফুশ শাযী গ্রন্থাকার বলেন-

يذكر في أبواب السير ما نقل عنه في الجهاد والغزوات - (العرف الشذي)

অর্থাৎ সিয়রের অধ্যায়সমূহে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত জিহাদ ও যুদ্ধ বিগ্রহসমূহের আলোচনা করা হয়। (আল-আরফুশ শাযী)

২. আদব: আদব অর্থ শিষ্টাচার। এখানে শিষ্টাচার বলতে সামাজিক শিষ্টাচার, যেমন খাওয়া, পান করা ইত্যাদির আদব উদ্দেশ্য।

৩. তাফসীর: তাফসীর বলতে কুরআনে কারীমের বিভিন্ন আয়াতের তাফসীর সংক্রান্ত হাদীসসমূহ উদ্দেশ্য।

৪. আকাঈদ: আকাঈদ শব্দটি আকীদাতুন শব্দের বহুবচন। এখানে আকাঈদ বলতে আকীদাহ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ উদ্দেশ্য।

৫. ফিতান: ফিতান শব্দটি ফিতনাতুন শব্দের বহুবচন। এখানে ফিতান বলতে বড় বড় ঘটনা সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত হাদীসসমূহ উদ্দেশ্য।

৬. আশরাত: আশরাত বলতে কিয়ামতের আলামত সম্পর্কিত হাদীসসমূহ উদ্দেশ্য।

৭. আহকাম: আহকাম বলতে ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কিত হাদীসসমূহ উদ্দেশ্য।

৮. মানকিব: মানাকিব বলতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আদ্রিয়ায়ে কিরাম, সাহাবী, তাবিঈ ও বিভিন্ন গোত্রের মর্যাদা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ উদ্দেশ্য।

এ থেকে বুঝা যায় মুহাদ্দিসীনে কিরামের দৃষ্টিতে সীরাত (সিয়র) ও মানাকিব দুটি পৃথক বিষয়। সীরাত অধ্যায়ে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র জীবনের ঘটনাবলী সম্পর্কিত হাদীস বর্ণিত হয় এবং মানাকিব অধ্যায়ে তাঁর মর্যাদা সম্পর্কিত বিষয়ের পাশাপাশি জন্ম ও বংশ মর্যাদা সম্পর্কিত হাদীস বর্ণিত হয়। অবশ্য প্রাসঙ্গিকভাবে সীরাত অধ্যায়ে মানাকিব সংক্রান্ত হাদীস এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মানাকিব অধ্যায়ে সীরাত সংক্রান্ত হাদীসও আসতে পারে। অনুরূপ আদব, তাফসীর, আকাঈদ বিষয়ক আলোচনায় প্রাসঙ্গিকভাবে অন্যান্য বিষয়ের বর্ণনা আসতে পারে। তবে হাদীসের কিতাবাদী অধ্যয়ন করলে দেখা যায় মুহাদ্দিসীনে কিরাম রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্ম ও বংশ মর্যাদা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ সাধারণত মানাকিব অধ্যায়েই উল্লেখ করেছেন।

মানাকিব এর পরিচয় প্রদানে মোল্লা আলী কারী (র.) লিখেছেন-

المناف جمع النقة وهي الشرف والفضيلة

অর্থাৎ মানাকিব শব্দটি মানকাবাতুন এর বহুবচন। এর অর্থ হল উচ্চ মর্যাদা ও উন্নত বৈশিষ্ট্য। (মিরকাত, খন্ড: ১১, পৃষ্ঠা: ১৩১)

মানাকিব এর আরেকটি অর্থ হল ছিদ্র করা। এ হিসেবে মানাকিব হল এমন মর্যাদা যার দ্বারা হিংসূকের অন্তর ছিদ্র করে দেয়া হয়। আল্লামা কাসতালানী (র.) লিখেছেন:

وقال التبريزي المناف المكارم- واحدها منقبة كانها تنقب الصخر من عظمها وتنقب قلوب الحود. (حاشية البخاري)

অর্থাৎ, ইমাম তাবরিযী বলেন, মানাকিব অর্থ হল উন্নত মর্যাদা, যার একবচন হল 'মানকাবাতুন'। (মানাকিবকে এজন্য মানাকিব বলা হয়) যেন এটি বড় পাথরকে ছিদ্র করে এবং হিংসূকদের অন্তরকে ছিদ্র করে। (হাশিয়ায়ে বুখারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৪৯৬)

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'কাশফুল বারী' এর লেখক জনাব মুহাম্মদ ইদরীস কাসিমী 'মানাকিব' এর পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন: 'মানাকিব' গুণকীর্তন এবং প্রথর গৌরবকে বলে। কারণ এটি বর্ণনার দ্বারা হিংসুক ও দুষমনদের অন্তরকে ছিদ্র করে দেয়া হয়। (কাশফুল বারী (বঙ্গানুবাদ), খন্ড ১৪, পৃষ্ঠা: ২১)

কাসিমী সাহেবের বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হল- মানাকিবকে এজন্য মানাকিব বলা হয় যা আলোচনা করলে হিংসুক ও দুষমনদের অন্তর ছিদ্র হয়ে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গৌরবময় জন্ম বৃত্তান্ত মানাকিবের অন্তর্ভুক্ত। যদি কোন নামধারী আলিম তা অপছন্দ করেন তবে তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি হিংসা পোষণকারী বলা যাবে। এ ধরনের লোকদের হেদায়াতের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনার মাহফিল করে তাদের কলিজা ছেদ করে দেয়া উচিত।

আর বাস্তবতাও হল তাই। যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে তাদের সামনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্ম বৃত্তান্ত ও তাঁর উচ্চ বংশ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যাবলী আলোচনা করলে তাদের অন্তর যেন ছিদ্র হয়ে যায়, তারা অত্যন্ত কষ্ট পায়।

সর্ব প্রথম মানাকিব বা ফযীলতের আলোচনার সূচনা হয়েছে আরশে আযীম থেকে। কারণ আল্লাহ তা'আলার দুরূদ পাঠের ব্যাখ্যা ইমাম বুখারী (র.) কিতাবুত তাফসীরে লিখেছেন। আল্লাহর দুরূদ পাঠের অর্থ হচ্ছে ফেরেশতাদের সম্মুখে রাসূলে পাকের প্রশংসা করা। পরবর্তীতে যখন ইবলিস যুক্তি উপস্থাপন করে আদম (আ.) এর মর্যাদাকে অস্বীকার করে। তার যুক্তি ছিল আল্লাহ তা'আলার বাণী- 'দেখুন তো, এ না সে ব্যক্তি, যাকে আপনি আমার চাইতেও উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন। (সূরা ইসরা, আয়াত: ৬২) এবং এই বলে সিজদাহ করতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন আল্লাহ পাক আদম (আ.) এর মর্যাদা বর্ণনা করেন, যাতে ইবলিস তাঁকে পরিচয় করে তাঁকে সিজদাহ করে। এ প্রসঙ্গে আমরা হাফিয ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর (র.) এর 'কাসাসুল কুরআন' থেকে কিছু আলোচনা তুলে ধরছি।

وقال أبو العالية والربيع والحسن وقتادة: " وما كنتم تكتمون " قولهم: لن يخلق ربنا خلقا إلا كنا أعلم منه وأكرم عليه منه. وقوله: " وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر " هذا إكرام عظيم من الله تعالى لآدم حين خلقه بيده، ونفخ فيه من روحه، كما قال: " فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين " فهذه أربع تشريفات: خلقه له بيده الكريمة، ونفخه من روحه، وأمره (2) الملائكة بالسجود له، وتعليمه أسماء الأشياء. ولهذا قال له موسى الكليم حين اجتمع هو وإياه في الملا الأعلى وتناظر كما سيأتي: أنت آدم أبو البشر الذي خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء. وهكذا يقول له أهل المحشر يوم القيامة -

অনুবাদ: আবুল আলিয়াহ, রবী', হাসান ও কাতাদাহ বলেন, وما كنتم تكتمون (আর যা তোমরা গোপন কর) অর্থ হল ফেরেশতাদের বক্তব্য: আল্লাহ তা'আলা আমাদের চেয়ে অধিক জ্ঞানী এবং সম্মানী কোন মাখলুক সৃষ্টি করবেন না। وإذ قلنا للملائكة اسجدوا (যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, তোমরা আদমকে সিজদাহ কর। তখন ইবলিস ছাড়া সকলেই তাঁকে সিজদাহ করলেন। সে অস্বীকার করল এবং অহংকার করল।) এটা আদম (আ.) এর প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে মহান সম্মান প্রদান। কারণ তিন নিজ হাতে তাঁকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর মধ্যে রূহ ফুৎকার করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন- 'অতঃপর যখন তাকে ঠিকঠাক করে নেব এবং তাতে আমার রূহ থেকে ফুক দেব'। তখন ফেরেশতারা সবাই মিলে সিজদাহ করল।' এখানে আদম (আ.) এর চারটি সম্মানের কথা বলা হয়েছে। নিজ হাত মুবারক দিয়ে

তাকে সৃষ্টি করা, নিজ রুহ থেকে রুহ ফুৎকার করা, ফেরেশতাদেরকে সিজদাহর নির্দেশ দেয়া এবং তাঁকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দেয়া। এ কারণেই মূসা কালীমুল্লাহ যখন উর্ধ্বজগতে আদম (আ.) এর সাথে মিলিত হয়েছিলেন এবং মুনাযারায় লিপ্ত হয়েছিলেন তখন বলেছিলেন- আপনি হচ্ছেন মানব জাতির পিতা। আল্লাহ আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। আপনার মধ্যে রুহ ফুৎকার করেছেন। ফেরেশতাদের দ্বারা আপনাকে সিজদাহ করিয়েছেন। আর আপনাকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন। আর এভাবেই কিয়ামতের দিন হাশরের মাঠে উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে তিনি অনুরোপ বলবেন। (কাসাসুল কুরআন, পৃষ্ঠা: ৩৪)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ তাআ'লা আদম (আ.) কে সিজদাহ করার যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে গিয়ে তাঁর চারটি মানাকিব বা ফযীলত বর্ণনা করেছেন।

১. আদমকে তাঁর নিজ হাতে সৃষ্টি করা।
২. আদম (আ.) এর মধ্যে তাঁর রুহ ফুক দেয়া।
৩. ফেরেশতাদেরকে তাঁকে সিজদাহ করার নির্দেশ দেয়া।
৪. সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দেয়া।

উল্লেখ্য, যে চারটি মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন তন্মধ্যে দু'টি তাঁর সৃষ্টির সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, নবীগণের মানাকিব বা ফযীলত তাঁদের শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও নবুওত প্রাপ্তির পরের সময়ের সাথে সম্পর্কিত নয়, বরং জন্মলগ্ন থেকেই তাঁরা এ মর্যাদার অধিকারী। এবং জন্মলগ্ন থেকেই তাঁদের ফযীলতের আলোচনা আল্লাহর নিয়ম। আর ইহাকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করা শয়তানের অনুসরণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

বক্তব্যের মাধ্যমে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শারায়ত বা উচ্চ মর্যাদা প্রদর্শন

মানাকিব অর্থ শরফ বা ফযীলত। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

لَيْسَ مَثَلًا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرًا ، وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرًا

যে আমাদের ছোটকে দয়া করে না এবং বড়দের মর্যাদাকে পরিচয় করতে পারে না, সে আমার (উম্মতের) অন্তর্ভুক্ত নয়। (তিরমিযী)

কাফিরগন যখন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করত, তখন সাহাবায়ে কিরাম এর জবাব দিতেন। কোন কোন সময় বক্তব্যের মাধ্যমে। যেমন- মসজিদের মিম্বরে দাড়িয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসা।

عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لسانه منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

سلم ويقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما يفاخر أو
ينافح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم-

অনুবাদ: হযরত আয়শা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত হাসসান (রা.) এর জন্য মসজিদে একটি মিম্বর রাখতেন। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বড়ত্ব প্রকাশ করতেন। অথবা তিনি বলেন (মুশরিকদের কুৎসা রটনাকে) প্রতিহত করতেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করতেন- আল্লাহ হাসসানকে রুহুল কুদুস (জিবরাঈল আ.) এর মাধ্যমে সাহায্য করবেন, যতক্ষণ সে রাসূলের পক্ষ থেকে অহংকার করবে অথবা (মুশরিকদের কুৎসা রটনাকে) প্রতিহত করতে থাকবে। (তিরমিযী, আহমদ ও হাকিম। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন- হাদীসখানা হাসান, সহীহ।)

কাজের মাধ্যমে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উচ্চ মর্যাদা প্রদর্শন

আবার কোন কোন সময় সাহাবায়ে কিরাম কাজের মাধ্যমে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উচ্চ মর্যাদা প্রদর্শন করতেন। যেমন-

إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم بعينه قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه و سلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيماً له فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنخاشي والله إن رأيت ملكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم محمداً والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدوا أمره وإذا توضأ كادوا يقتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيماً له

অনুবাদ: উরওয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর সাহাবীদেরকে দেখে (তার সঙ্গীদের কাছে ফিরত গিয়ে) বলেন- আল্লাহর কসম! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন থুথু ফেলতেন তখনই তা তাঁর কোন সাহাবী হাতের তালুতে নিতেন এবং তা তার চেহারা ও মুখে মালিশ করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাদেরকে কোন নির্দেশ দিতেন তাঁরা তা প্রতিযোগীতামূলকভাবে পালন করতেন। যখন তিনি উযু করতেন তাঁর উযুর পানি নিয়ে তাদের মধ্যে প্রায় যুদ্ধ বেঁধে যেত। যখন তিনি কথা বলতেন তখন সাহাবায়ে কিরাম আওয়াজ নিচু করে রাখতেন এবং তাঁর সম্মানে তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাতে না। উরওয়া তাঁর সঙ্গীদের কাছে ফিরে গেলেন

এবং বললেন, আমি অনেক রাজা-বাদশাহর কাছে গিয়েছি। আমি রোম ও পারস্য সম্রাটদের কাছে, নাজ্জাশীর কাছে গিয়েছি; কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ তাকে যতটুকু সম্মান করতে দেখেছি কোন রাজা-বাদশাহকে তার অনুসারী কর্তৃক এত সম্মান করতে দেখিনি। আল্লাহর কসম! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাদেরকে কোন নির্দেশ দিতেন তাঁরা তা প্রতিযোগীতামূলকভাবে পালন করতেন। যখন তিনি উযু করতেন তাঁর উযুর পানি নিয়ে তাদের মধ্যে প্রায় যুদ্ধ বেঁধে যেত। যখন তিনি কথা বলতেন সাহাবায়ে কিরাম আওয়াজ নিচু করে রাখতেন এবং তাঁর সম্মানে তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাতে না। (বুখারী ও আহমদ)

আলোচ্য হাদীস থেকে ইমাম ইবনে হজর আসকালানী (র.) যে মাসআলাহ বের করেছেন, তা নিম্নরূপ-

ولعل الصحابة فعلوا ذلك بحضرة عروة وبالغوا في ذلك إشارة منهم إلى الرد على ما خشيده من فرارهم وكأنهم قالوا بلسان الحال من يحب إمامه هذه المحبة ويعظمه هذا التعظيم كيف يظن به أنه يفر عنه ويسلمه لعدوه

অনুবাদ: সম্ভবতঃ সাহাবায়ে কিরাম উরওয়ার উপস্থিতিতে বেশী সম্মান করার কারণ এ কথার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান যে, সাহাবায়ে কিরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছেড়ে চলে যাবেন- উরওয়ার এমন আশংকার জবাব প্রদান করা। যেন তারা একথা বুঝাতে চেয়েছেন, যে ব্যক্তি তার ইমামকে এরূপ ভালবাসে ও সম্মান করে, কিভাবে ধারণা করা যায় যে, সে তার ইমামকে শত্রুর সামনে রেখে পলায়ন করবে। (ফতহুল বারী, খন্ড: ০৫, পৃষ্ঠা: ৩৪১)

ইবনে হজর আসকালানী (র.) এর বক্তব্য থেকে প্রমানিত হল যে, কাফিরগন যখন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অপরাপর নেতাদের মত ধারণা করেছিল, তখন সাহাবায়ে কিরাম কাজের মাধ্যমে প্রমান করেছিলেন যে, তাঁদের কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মর্যাদা কতটুকু। খারিজীদের দ্বারা প্রভাবিত ওয়াহাবীরা যখন কোন বক্তব্যের মাধ্যমে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মর্যাদাকে খাটো করে দেখাতে চায়, তখন কথায় এবং কাজে উভয় পন্থায় তাদের জবাব দেয়া উচিত।

ঈদে মীলাদুননবী উদযাপনের গুরুত্ব সম্পর্কে শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) (৯৫৮-১০৫২ হিজরী/ ১৫৫১-১৬৪২ ইং) এর 'মা সাবাতা বিসসুন্নাহ' কিতাবে উল্লেখিত একটি উক্তি পেশ করা প্রাসঙ্গিক মনে করছি-

فرحم الله امرأ اتخذ ليالي شهر مولده المبارك اعيادا ليكون اشد علة علي من في قلبه مرض وعناد-

অনুবাদ: আল্লাহ ঐ সকল লোকদেরকে রহম করেন যারা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্মের মাসকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করে, যাতে করে যাদের অন্তরে শত্রুতার রোগ রয়েছে তাদের রোগ আরো বৃদ্ধি পায়। (মা সাবাতা বিসসুন্নাহ)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মানাকিব বা উচ্চমর্যাদার আলোচনা শুনে ইয়াহুদিরা বিরক্ত হত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মানাকিব বা মর্যাদাকে অস্বীকার করার কারণে একবার হযরত উমর (রা.) এক ইয়াহুদিকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছিলেন। ঘটনাটি ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ুতি (র:) 'খাসাইসুল কুবরা' কিতাবে এভাবে উল্লেখ করেছেন।

وأخرج ابن راهويه في مسنده وابن أبي شيبة في المصنف عن مكحول قال كان لعمر على رجل من اليهود حتى فاته يطلبه فقال عمر لا والذي اصطفى محمدا على البشر لا أفارقك فقال اليهودي والله ما اصطفى الله محمدا على البشر فلطمه عمر فأتى اليهودي النبي {صلى الله عليه وسلم} فأخبره فقال (أما أنت يا عمر فأرضه من لطمته بل يا يهودي آدم صفي الله وإبراهيم خليل الله وموسى نبي الله وعيسى روح الله وأنا حبيب الله) - (الخصائص الكبرى)

অনুবাদ: ইবনের রাহওয়াই তার মসনদে, ইবনে আবী শায়বা তার আল মুসান্নাফে মকহুল থেকে রেওয়ায়ত করেছেন। তিনি বলেন, এক ইয়াহুদির কাছে হযরত উমর (রা.)-এর কিছু পাওনা ছিল। উমর (রা.) পাওনা আদায়ের জন্য ইয়াহুদির কাছে এলেন এবং বললেন, ঐ সত্তার কসম করে বলছি যিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সকল মানুষের মধ্য থেকে নির্বাচন করেছেন। আমার পাওনা আদায় না করা পর্যন্ত তোমাকে ছাড়ব না। এর জবাবে ইয়াহুদি লোকটি বলল, খোদার কসম! আল্লাহ মুহাম্মদকে মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বানাননি। ইহা শুনে হযরত উমর (রা.) ইয়াহুদিকে চপেটাঘাত করলেন। ইয়াহুদি লোকটি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এল এবং অভিযোগ করল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে উমর! তোমার চপেটাঘাতের বিনিময়ে তাকে সন্তুষ্ট কর এবং ইয়াহুদিকে সন্মোদন করে বললেন, হে ইয়াহুদি! আদম (আ.) ছফিউল্লাহ ছিলেন, ইব্রাহীম (আ.) খলিলুল্লাহ ছিলেন, মুসা (আ.) নাজীউল্লাহ ছিলেন, ঈসা (আ.) রুহুল্লাহ ছিলেন আর আমি হলাম হাবিবুল্লাহ (আল্লাহর একান্ত বন্ধু)। (খাসাইসে কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৯৮)

উপরের হাদীস পর্যালোচনা করলে যে বিষয়টি বুঝা যায় তা হল- বিনয়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বক্ষেত্রে তাঁর নিজের ব্যাপারকে ছোট করে দেখতেন। ইহুদীটি হিংসাবশত: কিংবা না জানার কারণে যে কথাটি বলেছিল, তা গুরুতর অপরাধ ছিল এবং হযরত উমর (রা.) কর্তৃক তাকে শাস্তি প্রদান সঠিক ছিল। দয়ালু নবী বিষয়টি তাঁর নিজস্ব ব্যাপার হওয়ার কারণে কঠোরতা অবলম্বন না করে তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য উমর (রা.) কে বলেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কথা ইহুদীর সম্মুখে তুলে ধরেন। এ কাজ থেকে হযরত উমর (রা.) কর্তৃক শাস্তি বিধানের বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিজের ব্যাপারকে গুরুত্ব না দিলেও সাহাবায়ে কিরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হকের ব্যাপারকে খুব গুরুত্ব দিতেন। যেমন- হুদাইবিয়ার সন্ধির মুহূর্তে আলী

(রা.)-এর ঘটনা অর্থাৎ কাফিরগণ সন্ধিনামা থেকে 'রাসুলুল্লাহ' শব্দ বাদ দিয়ে দিতে বললে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা মেনে নিলেও হযরত আলী (রা.) তা না মেনে ইশাকে রাসূলেরই পরিচয় দিয়েছিলেন। গণিমতের মাল বন্টনে খারিজী নেতা যুলখুয়াইসিরার অভিযোগের ব্যপারে উমর (রা.)-এর প্রতিবাদের ঘটনা। অর্থাৎ গণিমতের মাল বন্টনের সময় খারিজী নেতা যুলখুয়াইসিরা অনিয়মের অভিযোগ আনলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেও হযরত উমর (রা.) তাকে হত্যার অনুমতি চেয়ে হুকের রাসূলের পরিচয় দিয়েছিলেন। মুসলমানদের মধ্যে যারা উম্মতের দাবীদার হয়ে বলে থাকেন 'কেবল আমল নিয়ে ব্যস্ত থাক, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মর্যাদার সাথে সম্পর্কিত ঘটনাবলি আলোচনা করে কোন লাভ নেই, তাঁকে আমাদের মতো বললেই চলবে।' (নাউযুবিল্লাহ)। তারা বলে থাকে- চল্লিশ বছর বয়সের আগে তাঁর কোন মর্যাদা ছিল না বিধায় এসব আলোচনা করে কোন লাভ নেই। ইনশা আল্লাহ, আমরা পরবর্তী আলোচনা থেকে প্রমাণ করব যে সৃষ্টির প্রথম থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আলোচনার কতটুকু গুরুত্ব রয়েছে।

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মানাকিব (উচ্চ মর্যাদা) সম্পর্কে যারা অবগত নয়, তাদেরকে এ সম্পর্কে অবগত করার গুরুত্ব কতটুকু তা নিম্ন বর্ণিত হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত হয়।

عن ابن عباس قال جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه قال فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذكرون فسمع حديثهم فقال بعضهم عجا أن الله عز وجل اتخذ من خلقه خليلاً اتخذ إبراهيم خليلًا وقال آخر ماذا بأعجب من كلام موسى كلمه تكليماً وقال آخر فعيسى كلمة الله وروحه وقال آخر آدم اصطفاه الله فخرج عليهم فلم وقال قد سمعت كلامكم وعجبكم أن إبراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى نبي الله وهو كذلك وعيسى روح الله وكلمته وهو كذلك وآدم اصطفاه الله وهو كذلك ألا وأنا حبيب الله ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من يحرك خلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعى فقراء المؤمنين ولا فخر وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر

অনুবাদ: হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কিছু সাহাবী বসে তাঁর অপেক্ষা করছিলেন। তিনি ঘর থেকে বের হয়ে যখন তাঁদের কাছাকাছি হলেন, তখন শুনলেন তারা পরস্পরের কথা বলছেন। তিনি তাঁদের কথা বার্তা শুনতে পেলেন। তাঁদের কেউ বলছিলেন- কি আশ্চর্য! আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। ইবরাহীম (আ.) কে তিনি তাঁর খলীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু) রূপে গ্রহণ করেছেন। কেউ বলছেন- মূসা (আ.) এর সাথে কথা বলা অপেক্ষা এটা আশ্চর্যের নয়। আল্লাহ তো মূসা (আ.) এর সাথে

বিশেষভাবে কথা বলেছেন। অন্য একজন বললেন- ঈসা (আ.) তো আল্লাহর কলিমা ও রুহ। অন্যজন বললেন, আদম (আ.) কে আল্লাহ বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন। এর পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের কাছে বের হয়ে এলেন এবং তাঁদেরকে সালাম দিলেন। এর পর বললেন, আমি তোমাদের কথা বার্তা ও তোমাদের বিশ্বাসের কথা শুনেছি। ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর খলীল। নিশ্চয় এটা একরূপ। মূসা (আ.) আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন, একথাও ঠিক। ঈসা (আ.) আল্লাহর রুহ ও কলিমা। ঠিকই তিনি অনুরোপ। আদম (আ.) আল্লাহর মনোনীত। তিনি ঠিকই একরূপ। তবে জেনে রাখো, আমি হচ্ছি হাবীবুল্লাহ। আর এতে আমি অহংকার করছি না। কিয়ামতের দিন আমিই হব প্রশংসার পতাকা বহনকারী। এটা কোন অহংকার নয়। কিয়ামতের দিন আমিই হব প্রথম সুপারিশকারী এবং আমার সুপারিশই প্রথম গ্রহণ করা হবে। এটা আমার কোন অহংকার নয়। আমিই সর্ব প্রথম জান্নাতের আংটা পরাব। আল্লাহ তা'আলা তা আমার জন্য খুলে দিবেন এবং আমাকে সেখানে প্রবেশ করাবেন। আর দরিদ্র মু'মিনরা আমার সঙ্গে থাকবে। এতে কোন অহংকার নেই। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবার চেয়ে আমি বেশী সম্মানের অধিকারী। এটা কোন অহংকার নয়। (তিরমিযী: কিতাবুল মানাকিব. বাব: ما جاء في فضل النبي)

উপরোক্ত হাদীস থেকে কয়েকটি বিষয় প্রমানিত হল-

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামকেও ধারণা দেয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন।
২. তিনি যে সৃষ্টির সেরা এর সপক্ষে সাহাবায়ে কিরামের সম্মুখে অনেক দলীল পেশ করেছেন। আর এ ধরনের আলোচনার মাহফিল করে ঈমানকে শক্তিশালী করা নবীর সূনাত। বিশেষ করে তাদের উদ্দেশ্যে, যারা তাওহীদ নিয়ে অতি উৎসাহী হওয়ার কারণে শানে রিসালাতকে এড়িয়ে চলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর মানাকিব সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থে অনেক হাদীস রয়েছে। যেমন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قُرُونًا فَقُرُونًا حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقُرُونِ الَّتِي كُنْتُ فِيهَا

অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি আদম সন্তানের সর্বোত্তম যুগে প্রেরিত হয়েছি। যুগের পর যুগ হয়ে আমি সেই যুগেই জন্ম গ্রহণ করেছি যে যুগ আমার জন্য নির্ধারিত ছিল। (বুখারী, কিতাবুল মানাকিব)

মিরকাত কিতাবে উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় মুহ্লা আলী কারী (র.) লিখেছেন-

انتقلت أولا من صلب اسماعيل ثم من كنانة ثم من قريش ثم من بني هاشم

‘আমি প্রথমত: ইসমাইল (আ.) এর পৃষ্ঠদেশ হতে স্থানান্তরিত হয়েছি। এর পর কেনানা হতে, এর পর কুরাইশ হতে, তার পর বনী হাশিম হতে স্থানান্তরিত হয়েছি। (মিরকাত, খন্ড: ১০ পৃষ্ঠা: ৪১৯)

হযরত ওয়াসিলা ইবনুল আসকা’ (রা.) বর্ণিত একটি হাদীস: ‘আল্লাহ তা’আলা ইবরাহীম (আ.) এর সন্তানদের মধ্যে হযরত ইসমাইল (আ.) কে নির্বাচিত করেছেন। আর ইসমাইল (আ.) এর সন্তানদের মধ্য থেকে বনী কেনানাকে, বনী কেননা থেকে কুরাইশকে, কুরাইশ থেকে বনী হাশিমকে আর বনী হাশিম থেকে আমাকে নির্বাচিত করেছেন। (মুসলিম: কিতাবুল ফাওয়াইল; তিরমিযী: কিতাবুল মানাকিব)।

অপর একটি হাদীস হল- হযরত মুত্তালিব ইবনে আবি ইদাআহ (مطلب بن أبي وداعة) বর্ণনা করেন, একদা হযরত আব্বাস (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে হাজির হলেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হল যে, আব্বাস (রা.) কোনো অপছন্দনীয় কথা শুনেছেন। এমতাবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) কে প্রশ্ন করলেন, আমি কে? সাহাবায়ে কিরাম জবাব দিলেন, আপনি আল্লাহর নবী। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, আমি হলাম- মুহাম্মদ ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে আবদিল মুত্তালিব। আল্লাহ তা’আলা সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে উত্তম ভাগে আমাকে রাখলেন। এরপর তাদেরকে দু’দলে বিভক্ত করে আমাকে উত্তম দলে রাখলেন। এরপর তাদেরকে গোত্রে গোত্রে ভাগ করে আমাকে উত্তম গোত্রে রাখলেন। এরপর তাদেরকে বিভিন্ন ঘরে বিভক্ত করে আমাকে উত্তম ঘরে এবং উত্তম বংশে রাখলেন। (তিরমিযী: আবওয়াবুল মানাকিব) উপরোক্ত হযরত মুত্তালিব ইবনে আবি ইদাআহ (مطلب بن أبي وداعة) সূত্রে বর্ণিত হাদীসটির অস্পষ্ট কথাকে স্পষ্ট করে বুঝার জন্য মুত্তা আলী কারী (র.) এর মিরকাত থেকে কিছু ব্যাখ্যা তুলে ধরছি-

১. হযরত আব্বাস (রা.) কোন কথাটি শুনেছিলেন এবং কাদের কাছ থেকে শুনেছিলেন? এর ব্যাখ্যায় মুত্তা আলী কারী (র.) মিরকাত কিতাবে লেখেন- من الطعن في نبيه وحبسه অর্থাৎ তাঁর বংশ মর্যাদার ব্যাপারে কঠাক্ষণ্ড শুনেছিলেন। আর কাদের কাছ থেকে শুনেছিলেন, এ সম্পর্কে লিখেন- جاء العباس غضبان بسبب ما سمع طعنا من الكفار অর্থাৎ কাফিরদের কাছ থেকে কঠাক্ষণ্ড শুনে হযরত আব্বাস (রা.) রাগান্বিত হয়ে আসলেন।
২. কেন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে জবাব প্রদান করেছিলেন? এর ব্যাখ্যায় মুত্তা আলী কারী (র.) লেখেন- نحدثنا بنعمته وترغيا لامتة في امر متابعته অর্থাৎ নি’আমতের আলোচনা করার উদ্দেশ্যে এবং এ অনুসরণীয় কাজে উন্মতকে উৎসাহ প্রদানের জন্য।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হল- কাফিরগণই রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মানাকিবের অর্ন্তভুক্ত বংশ মর্যাদা সম্পর্কে কটুক্তি করেছিল। এতে আব্বাস (রা.) ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই

বেগাদবীমূলক আচরণের জবাব দেয়ার উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কিরামের সম্মুখে মিম্বরে দাঁড়িয়ে তাদের জবাব দিয়েছিলেন এবং উম্মতকে তাঁর অনুসরণে এ ধরনের কাজ করার প্রতি উৎসাহিত করেছিলেন।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, 'আবওয়াবুল মানাকিব' শিরোনামীয় অধ্যায়ে ইমাম তিরমিযী (রা.) রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ফযীলত ও তাঁর বংশ মর্যাদা তুলে ধরেছেন। অন্যান্য মুহাদ্দিসীনে কিরামও অনুরূপ মানাকিব ও ফাযাঈল অধ্যায়ে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম, বংশ মর্যাদা ও তাঁর ফযীলত সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস এনেছেন। সীরাত বিষয়টি যেমন হাদীসের কিতাবাদিতে গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি মানাকিব বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমনভাবে মুসলমানদের জন্য রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সীরাত আলোচনা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি মীলাদ (জন্মের ইতিবৃত্ত ও বংশ মর্যাদা) এর আলোচনাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মীলাদ ও সীরাত উভয়টিই আলাদা আলাদা মর্যাদার দাবীদার। যেহেতু এ দুটি বিষয় হাদীস শাস্ত্রবিদদের মতেও পৃথক পৃথক বিষয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গৌরবময় জন্মের ইতিবৃত্ত নির্ভর করে তাঁর বংশ মর্যাদার উপর। তিনি এ বংশ মর্যাদাকে সমুন্নত রাখার প্রতি কতটুকু গুরুত্বারোপ করেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় বুখারী শরীফের 'কিতাবুল মানাকিব' বর্ণিত একটি হাদীস থেকে। হাদীসটি নিম্নরূপ-

حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غَزْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غَائِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ
اسْتَأْذَنَ خُثَّانُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ قَالَ كَيْفَ بَنَسِي لَقَالَ خُثَّانُ
لَأَسْأَلَنَّ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْفَجِينِ

অনুবাদ: হযরত আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন হাসসান (রা.) কবিতার ছন্দে মুশরিকদের নিন্দা করতে অনুমতি চাইলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার বংশকে কিভাবে তুমি পৃথক করবে? হাসসান (রা.) বললেন, আমি তাদের মধ্য থেকে এমনভাবে আপনাকে (আপনার বংশকে) আলাদা করে নিব যেমনভাবে আটার খামির থেকে চুলকে পৃথক করে নেয়া হয়। (বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, বাব: যে ব্যক্তি একথা পছন্দ করে যে, তার বংশকে গালমন্দ দেয়া না হোক) উপরোল্লিখিত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্ম বৃত্তান্তের সাথে সম্পৃক্ত গৌরবময় বংশ মর্যাদার প্রতি কোন হেয় মনোভাব সৃষ্টি হয় এমন আলোচনা পছন্দ করতেন না। বরং আলোচনার মাধ্যমে এ মর্যাদাকে সমুন্নত করাই ছিল তাঁর তরীক্বা। এ কারণে মীলাদুন্নবীর মাহফিলে তাঁর পূর্ব পুরুষদের বুজুর্গী সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত ঘটনাগুলি গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়ে থাকে, যাতে নবীদ্রোহীদের কলিজা ছিদ্র হয়ে যায়। আর নবী প্রেমিকরা প্রশান্তি লাভ করে।

আকাবীরে দেওবন্দের নিকট অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সীরাত গ্রন্থ 'সীরাতে মুস্তফা' কিতাবে হযরত ওয়াসিলা ইবনুল আসকা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস প্রসঙ্গে কিছু বক্তব্য এখানে

উপস্থাপন করা হল। 'সিরাতে মুস্তফা' কিতাবটি লিখেছেন আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমিরী (র.) এর সুযোগ্য ছাত্র মাওলানা ইদ্রিস কান্দলভী। মূল কিতাবটি উর্দু ভাষায় লিখিত। উক্ত কিতাবে 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র বংশ' অধ্যায়ে কান্দুলভী সাহেব দীর্ঘ আলোচনার পর লেখেন-

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত ওয়াসিলা ইবনে আসকা' (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসমাইল (আ.) এর বংশধর হতে বনু কিনানাকে নির্বাচন করেছেন এবং বনু কিনানা হতে কুরাইশকে, কুরাইশ হতে বনী হাশিমকে এবং বনী হাশিম থেকে আমাকে নির্বাচন করেছেন। ইবনে সা'দের একটি মুরসাল রিওয়াযাতে আরো এতটুকু বর্ধিত করা হয়েছে যে, বনু হাশিমের মধ্য থেকে আব্দুল মুত্তালিবকে নির্বাচিত করা হয়েছে।

ইদ্রিস কান্দুলভী লিখেছেন- উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা (আল্লাহ ক্ষমা করুন) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোন গর্ব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য নয়; বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, বাস্তব অবস্থা বর্ণনা করা; যাতে জনসাধারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক অবহিত হতে পারে। সর্বোপরি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ নি'আমতের বহিঃপ্রকাশ করেছেন এভাবে যে, ঐ মহান রাক্বুল আলামীনের অপারিসীম গুণকরিয়া যিনি আমাকে একটি নির্বাচিত এবং পছন্দনীয় বংশ থেকে একজন নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন।

গর্ব করা হচ্ছে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা এবং অন্যের মন্দ বর্ণনা করা, স্বীয় সম্মান বজায় রাখা এবং অন্যকে অপমানিত করা। বাস্তবতা প্রকাশের নাম গর্ব নয়। তা ছাড়া ওলী এবং নবীর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, ওলীদের উপর স্বীয় বেলায়াতের ঘোষণাও আবশ্যকীয় নয়। হ্যাঁ, যদি কোনো ধর্মীয় পারিপার্শ্বিকতা বা উপযোগিতা এ ঘোষণার কারণ হয়, তবে তা ভিন্ন কথা। পক্ষান্তরে নবী হচ্ছেন এর পরিপন্থি। কারণ, নবীর উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ঘোষণা প্রদান করা ফরয করা হয়েছে যে, তিনি যেন স্বীয় নবুওত এবং রিসালাতের ন্যায় স্বীয় আল্লাহ প্রদত্ত কামালাতেরও ঘোষণা প্রদান করেন, যাতে উম্মতগণ স্বীয় নবীর মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক অবগত হয়, তাঁর কামালিয়াত থেকে ফায়দা হাসিল করতে পারে এবং তাঁর প্রশংসনীয় গুণাবলীর মধ্যে যাতে কেউ বিন্দুমাত্র সন্দেহ-সংশয় পোষণ করতে না পারে। আল্লাহ না করুন, যা কোনো দুর্ভাগ্য ব্যক্তির জন্য ঈমান বিনষ্ট হওয়ার কোনো কারণে পরিণত হয়। আর যেমনিভাবে তাঁর নবুওত ও রিসালাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা প্রয়োজন অনুরূপভাবে নবীর আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত হওয়া এবং সার্বিক বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য হওয়ার উপরও বিশ্বাস স্থাপন করা প্রয়োজন। তাই পবিত্র হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে- انا سيد ولد ادم ولا فخر - 'আমি সমস্ত আদম সন্তানের সরদার এতে আমার কোনো গর্ব নেই। (বরং প্রচারের উদ্দেশ্যে আমি তা বলছি।) যেমন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ-

ياايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته -

অনুবাদ: হে রাসূল! আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বাণী আপনার নিকট অবতীর্ণ করা হয়েছে তা আপনি জনসাধারণের নিকট পৌঁছে দিন। যদি আপনি এ দায়িত্ব পালন না করেন, তবে বুঝে নিবেন যে, আপনি আল্লাহ তা'আলার বাণী জনসাধারণের নিকট পৌঁছে দেননি। (সূরা আল-মায়িদা: আয়াত ৬৭)

এ কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালনার্থে নবুওত এবং রিসালাতের ন্যায় স্বীয় নেতৃত্বের ঘোষণা দিচ্ছি, এ কথার মধ্যে (আল্লাহ মাফ করুন) আমার গর্ব করার কোনো উদ্দেশ্য নেই। (মুরকানী-১ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৬৮ সূত্রে সীরাতে মুত্তফা, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৪১)

উক্ত হাদীসটিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের বংশ গৌরব বর্ণনা করার কারণ হিসেবে 'সিরাতুল মুত্তফা' কিতাবে লিখেছেন-

رأس پر مکی بجانب اللہ یہ فرمیں ہے کہ وہ اپنی نبوت و رسالت کی طرح اپنے خدا: اور کمالات کا بھی اعلان کرے تاکہ نہایت اس کے مرتبہ سے واقف ہو اور ان کے کمالات سے مستفید ہو اور اس کی ذات ستورہ صفات میں کسی کو کسی قسم کا کوئی شک و تردید نہ ہو جو خدا نخواستہ کسی بد تعصب کے لیے تحریف ایمان کا باعث بنے اور تاکہ جس طرح سے اس کی نبوت و رسالت پر ایمان رکھتے ہیں اسی طرح اس کے مسططے اور مجتہے اور ہر حیثیت سے پسندیدہ اور برگزیدہ ہونے پر بھی ایمان لائیں

অনুবাদ: তাঁর উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ঘোষণা প্রদান করা আবশ্যকীয় করা হয়েছে যে, তিনি যেন স্বীয় নবুওত এবং রিসালাতের ন্যায় স্বীয় আল্লাহ প্রদত্ত কামালাতেরও ঘোষণা প্রদান করেন, যাতে উম্মতগণ স্বীয় নবীর মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক অবগত হয়, তাঁর কামালিয়াত থেকে ফায়দা হাসিল করতে পারে এবং তাঁর প্রশংসনীয় গুণাবলীর মধ্যে যাতে কেউ বিন্দুমাত্র সন্দেহ-সংশয় পোষণ করতে না পারে। আল্লাহ না করুন, যা কোনো দূর্ভাগ্য ব্যক্তির জন্য ঈমান বিনষ্ট হওয়ার কোনো কারণে পরিণত হয়। আর যেমনিভাবে তাঁর নবুওত ও রিসালাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা প্রয়োজন অনুরূপভাবে নবীর আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত হওয়া এবং সার্বিক বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য হওয়ার উপরও বিশ্বাস স্থাপন করা প্রয়োজন। (সীরাতে মুত্তফা, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৪১)

ইদ্রিস কান্দলভী সাহেবের উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার পাশাপাশি আরো কিছু বিষয় প্রচার করা অত্যাবশ্যকীয় করে দেয়া হয়েছে। আর তা হল-

১. নবুওত ও রিসালাতের ন্যায় স্বীয় আল্লাহ প্রদত্ত উচ্চ বংশ মর্যাদা (যা মীলাদুন নবীর আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত) প্রচার করা, যাতে উম্মত তা জানতে পারে।

২. এ জানার উপকারিতা হল তাঁর প্রশংসনীয় গুণাবলির মধ্যে কেউ যেন বিন্দু মাত্র সংশয় না করে। কারণ এ ব্যাপারে সন্দেহে করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কেবল নবী রাসূলই বিশ্বাস করলে চলবে না; বরং তার প্রশংসনীয় গুণাবলীকে- হোক তা নবুওত প্রকাশের পূর্বে অথবা জন্ম ও পরবর্তী সময়ের- তা বিশ্বাস করার মাধ্যমে অন্তরে ঈমানের বাতি জ্বালাতে হবে।

উল্লেখ্য যে, যেহেতু উলামায়ে কিরাম রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওয়ারিস, সে কারণে তাদেরকেই এসব বিষয় প্রচারনায় যত্নবান হতে হবে।

ইমাম নববী (র.) মুসলিম শরীফে বর্ণিত **انا سيد ولد ادم** হাদীসের ব্যাখ্যায় লেখেন-

انما قاله لوجهين احدهما امثال قوله تعالى واما بنعمة ربك فحدث والثاني انه من البيان الذي يجب عليه تبليغه الى امته ليعرفوه ويعتقدوه ويعملوا بمقتضاه ويوقروه صلى الله عليه وسلم بما يقتضى مرتبته كما امرهم الله تعالى —

অনুবাদ: রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি 'আদম সন্তানদের সরদার' এ কথা বলেছেন দুটি কারণে:

প্রথমত: আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, **واما بنعمة ربك** অর্থাৎ 'হে নবী আপনি আপনার রবের নিয়ামতের আলোচনা করুন।'

দ্বিতীয়ত: এ কারণে যে, তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা উম্মতের নিকট পৌঁছে দেয়া তাঁর জন্য ওয়াজিব, যাতে তারা তাঁকে চিনতে পারে, তাঁর প্রতি যথাযথ বিশ্বাস রাখে এবং এ অনুযায়ী আমল করে আর তাঁর প্রতি সম্মান দেখায়, যা তাঁর মর্যাদারই দাবী, যে রূপ আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন। (শরহে মুসলিম লিন নববী)

সুতরাং এ থেকে বুঝা যায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম বৃত্তান্ত, তাঁর বংশ মর্যাদা, তাঁর উন্নত বৈশিষ্ট্যসহ তাঁর সার্বিক কামালত ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা অত্যন্ত জরুরী।

আপন বুয়ুর্গের শৈশবকালীন ঘটনা শুনা কিংবা শুনানোর চাইতে নবী

কারীম (সা.) এর শৈশবকালীন ঘটনা বর্ণনার মর্যাদা কি কম?

সচরাচর দেখা যায় যে, অনেক উলামায়ে কিরাম বা মসজিদের ইমামগণ অনেক সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের সময়ের বা তার শৈশবের কোন ঘটনা বর্ণনা করে থাকেন। আর এতে অনেক তাবলীগের অনুসারী ও দেওবন্দী আলিম নাখোশ হন, অস্বস্তি বোধ করেন এবং এ কাজকে তারা অনর্থক মনে করেন। কিন্তু তারা হয়ত জানেন না যে, তাবলীগী নেসাব প্রনেতা শাইখুল হাদীস যাকারিয়া সাহেব স্বীয় 'হেকায়াতে সাহাবা' (যা তাবলীগী নিসাবের অন্তর্ভুক্ত) গ্রন্থে তার সম্মানিত পিতার শৈশবকালীন একটি কারামতের ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তাবলীগী ভাইরা তা অত্যন্ত ভক্তি সহকারে শুনে ফয়যিয়াভ হয়ে থাকেন।

শায়খুল হদীস যাকারিয়া সাহেব 'হেকায়াতে সাহাবা' কিতাবের দ্বাদশ অধ্যায়ে ইমাম হাসান (রা.) এর শৈশবকালীন জ্ঞানচর্চা পচ্ছেদের ফায়দা অংশে উল্লেখ করেন-

“আমি আমার পিতার নিকট অনেকবার শুনেছি এবং ঘরের বৃদ্ধা মেয়েলোকদের নিকট থেকেও শুনেছি যে, বাবাজান যখন দুধ ছেড়েছিলেন, তখন এক চতুর্থাংশ পারা কুরআন তার মুখস্থ হয়ে যায় এবং ঐ বয়সে দাদাজানের নিকট থেকে তিনি বুস্তা, সিকান্দার নামা ইত্যাদি ফারসি কিতাবও পড়ে ফেলেন।” (তাবলীগী নেসাব, পৃষ্ঠা: ৬৩৪)

কিছুসংখ্যক তাবলীগ জামাতের অনুসারী যেমনিভাবে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মকালীন ও শৈশবকালীন ঘটনা বর্ণনা করাকে অনর্থক মনে করে তাচ্ছিল্য করে থাকেন, ঠিক এমনভাবেই শাইখুল হদীস যাকারিয়া সাহেবের পিতার শৈশবকালীন কারামতকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও তাচ্ছিল্য করেছেন লা-মায়হাবী আলিম তাবিশ মাহদী। তাবিশ মাহদীর ব্যঙ্গ বিদ্রূপের প্রতিউত্তরও প্রদান করেছেন দেওবন্দীদের মুখপাত্র যাকারিয়া সাহেবের খলীফা মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানভী। তিনি তার 'আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল' নামক কিতাবে তাবিশ মাহদীর বিদ্রূপের জবাবে লেখেন-

دوسری طرف حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے رسائل کو حق تعالیٰ شانہ نے ایسی مقبولت عطا فرما رکھی ہے کہ دنیا بھر کی مختلف زبانوں میں ان رسائل کا مذاکرہ ہو رہا ہے۔ اور دن رات کے جو میں گھنٹوں میں شاید ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرتا ہو کہ جس میں دنیا کے کسی نہ کسی خط میں ان رسائل کے سننے شانے کا شغل جاری نہ رہتا ہو۔

অনুবাদ: দ্বিতীয়ত শেখ (নাওয়ারালাহ মারকাদাহ) এর রিসালাসমূহ আল্লাহ তা'আলা এমনভাবে কবুল করেছেন যে, সমস্ত পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষায় এর আলোচনা করা হচ্ছে এবং রাত দিন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এমন একটি মূহর্ত বাকী নেই যে, দুনিয়ার কোন না কোন স্থানে এই পুস্তিকাগুলি পড়ে শুনা এবং শুনানো হচ্ছে না। (আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল, খন্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ২৯২)

মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানভী সাহেবের বক্তব্য থেকে প্রমানিত হল যে, যাকারিয়া সাহেবের আক্সার শৈশবকালীন কারামতের ঘটনাটি তাবলীগী ভাইয়েরা তাদের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করে রাত দিন দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে পড়ে শুনান। এটা একটি ভাল কাজ। এতে আমাদের কোন দ্বিমত নেই। তবে মীলাদুন্নবীর মাহফিলে যখন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্ম ও শৈশবকালীন অবস্থা বর্ণনা করা হয় তখন অধিকাংশ সাধারণ তাবলীগী ও তাদের আমীরগণ এ কাজকে অপছন্দ করে থাকেন। এমনকি তাদের আলিমগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্ম ও শৈশবকালীন ঘটনা বর্ণনা করাকে নিরর্থক, বিদ'আত ইত্যাদি বললে তারা অত্যন্ত আনন্দিত হন। এটা তাবিশ মাহদী কর্তৃক যাকারিয়া সাহেবের পিতার ঘটনা বর্ণনা করাকে অপছন্দ করার চেয়ে আরো লক্ষ কোটিগুণ জঘন্য কাজ।

সীরাতের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীস গ্রহণযোগ্য হলে মানাকিবের ক্ষেত্রে কেন গ্রহণযোগ্য হবে না?

কেউ কেউ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্মবৃত্তান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে কেবল সহীহ হাদীসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। অথচ তাদের এ দাবী অগ্রহণযোগ্য। ইদ্রিস কান্দলভী সাহেব 'সীরাতে মুস্তফা' কিতাবে লিখেছেন, যে সব হাদীসের উপর দ্বীন নির্ভরশীল নয়, যেমন ফাযায়িল ও মানাকিব ইত্যাদি- সেসব ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসীনে কিরাম যথাসম্ভব কিছুটা নমনীয়তা অবলম্বন করেছেন। কেননা এখানে কোন আমল উদ্দেশ্য নয় বরং শুধুমাত্র ইলমই উদ্দেশ্য। এজন্য এসব স্থানে শিথিলতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) থেকে বর্ণিত আছে,

إذا روينا في الحلال والحرام تشددنا وإذا روينا في الفضائل تساهلنا

অর্থাৎ 'যখন আমরা হালাল ও হারাম সম্পর্কে রেওয়ায়েত করি তখন সেখানে আমরা কঠোরতা অবলম্বন করি, আর যখন ফাযাইল ও মানাকিব সম্পর্কে রেওয়ায়েত করি তখন সেখানে শিথিলতা অবলম্বন করি।' (সীরাতে মুস্তফা, ১ম খন্ড)

মীলাদুন্নবী শব্দটি গুনলেই যাদের কলিজা ছিদ্র হয়ে যায় তাদের ছাত্রদেরকে তিরমীযী শরীফ পড়ানো থেকে বিরত রাখেন না কেন? কারণ তিরমীযী শরীফে মানাকিব সংক্রান্ত আলোচনায় একটি পরিচ্ছেদ রয়েছে **باب ما جاء في ميلاد النبي** অর্থাৎ মীলাদুন্নবী সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ। যারা বলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চল্লিশ বৎসর বয়সের আগেকার সময়ের কোন গুরুত্ব নেই। (নাউযুবিল্লাহ) তারা কান্দলভী সাহেব কর্তৃক নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বংশ মর্যাদা সম্পর্কিত আলোচনাকে অত্যাৱশ্যক বলার কারণে তার উপর কোন ফতোয়া প্রদানের দুঃসাহস করবেন কি? কারণ কান্দলভী সাহেব প্রমাণ করেছেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসরনে এ আলোচনা করা উম্মতের জন্য অত্যাৱশ্যক। তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ফযীলতের আলোচনার ব্যাপারে লা-মাহাবীদের মত কেবল সহীহ হাদীসের শর্তারোপ করে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর বর্ণিত মূলনীতির বিরোধীতা করবেন কি? তথাকথিত আলিমদের ভিতর থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি হেয় মনোভাব দূর করার জন্য বর্তমানে সৃষ্টির প্রথম থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কেন্দ্র করে যত মর্যাদাপূর্ণ ঘটনা নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, মীলাদুন্নবীর মাহফিলে এ ঘটনাগুলো আলোচনা করা একান্ত জরুরী হয়ে গেছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৃষ্টির প্রথম থেকেই রহমত লাভের ঋণাধারা

ওয়াহাবীরা সর্বক্ষেত্রেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদার সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে কাট-ছাট করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় তার বলে থাকেন, চব্বিশ বৎসর বয়সের আগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন গুরুত্ব ছিল না। আর তাদের দ্বারা প্রভাবিত কিছু সংখ্যক দেওবন্দী আলিমও এ ধরনের কথা বলে থাকেন। তাদের স্মরণ রাখা উচিত আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (র.)- যাকে তারা ইমামুল আসর খেতাব দিয়েছেন- তিনি আদম (আ.) সৃষ্টির পূর্ব থেকেই রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুরুত্বের কথা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন। নিম্নে আমরা তিরমিযী শরীফের একটি হাদীস ও শাহ সাহেবের ব্যাখ্যা পেশ করছি। যার দ্বারা প্রমাণ করব যে, শাহ সাহেব এ ব্যাপারে কতটুকু গুরুত্বারোপ করেছেন।

عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال وآدم بين الروح والجسد

অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আপনার জন্য কখন থেকে নবুওত নির্ধারিত? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন যখন আদম আলাইহিস সালাম রুহ আর দেহের মধ্যে ছিলেন। (অর্থাৎ যখন তাঁর মধ্যে রুহ ফুৎকার করা হয় নি, তখন থেকে।) (তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২০১)

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (র.) বলেন-

أي كان النبي (ص) نبياً وجرت عليه أحكام النبوة من ذلك الحين بخلاف الأنبياء السابقين ،
فإن الأحكام جرت عليهم بعد النبوة - (العرف الشذي لانور شاه كاشمري رح)

অনুবাদ: ঐ সময় থেকেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবী ছিলেন এবং তাঁর প্রতি নবুওতের আহকামসমূহ জারী ছিল। অন্যান্য নবীগণের ক্ষেত্রে ছিল তার বিপরীত: কারণ তাঁদের নবুওতের হকুমসমূহ তাঁদের নবুওত লাভের পর থেকে কার্যকর হয়।
(العرف الشذي لانور شاه كاشمري رح)

শায়খ মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদনী সাহেবের বক্তব্য

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৃষ্টির প্রথম থেকে রহমত লাভের ঋণাধারা বলে বিশ্বাস করাই আকাবিরীনে দেওবন্দের আকীদা ছিল। এ কথা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন শায়খ মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদনী সাহেব। প্রমাণ স্বরূপ তার একটি বক্তব্য নিম্নে তুলে ধরছি। মাদনী সাহেব তার 'আশ-শিহাবুস সাকিব' কিতাবে লিখেন-

اِنْشَعَبَتْ الْحَقَائِقُ فَهِيَ الْوَاسِطَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَرُوحَهُ نَبِيُّ الْاَنْبِيَاءِ وَفِرَانُ اَرَا وَاحَهُمْ اِنَّمَا اَخَذَتْ الْقُلُومَ وَالْمَعَارِفَ بِوَاسِطَةٍ رَوَّجَهُ فَمَكْنَانُ الشَّيْءِ تَرْجَتَانُ الْحَقِ فِي قَوْمِهِ وَالْوَاسِطَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا	وَحُجَابُكَ الْاَعْظَمُ الْقَائِمُ لَكَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَابْنَا عِزِّ عَمَّتْ بِالْحُجَابِ الْاَعْظَمِ كَانَ حَقِيقَتُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اَقْلَ التَّبْدِثَاتِ وَالْاَعْظَمَاتِ كَمَا ذَكَرَهُ الْقَوْمُ فِي قَوْمِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُورًا وَمِنْهَا
---	--

অনুবাদ: রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তাকে এজন্যই হিজাবে আজম বলা হয়েছে যেহেতু প্রকৃত পক্ষে তিনিই সর্বপ্রথম এবং সর্ব বৃহৎ সৃষ্টি। যেমনটি লোকেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি 'আল্লাহ সর্বপ্রথম আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন' বলে থাকেন এবং ইহা থেকেই বিভিন্ন হকীকতের ডাল পালা বিস্তার লাভ করেছে। হকীকতে মোহাম্মদী হল হকীকতে খোদাওন্দী এর মাধ্যম। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র রূহ নবীগণের নবী। আর এটা এজন্যই যে, তাঁর রূহের মাধ্যমেই নবীগণের রূহনমূহ ইলিম এবং মারিফত লাভ করেছে। বলা যায় নবীগণ যেমন তাঁদের উম্মতের জন্য মাধ্যম ঠিক তদ্রূপ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল রূহের (খোদায়ী ফয়েজ পৌছানোর) মাধ্যম। (ফুযুযুল হারামাইন ২৯৭/২৯৬)

শায়খ মাওলানা সায়্যিদ ফখরুদ্দীন আহমদ সাহেবের বক্তব্য

এ প্রসঙ্গে দেওবন্দের বিশিষ্ট আলিম, দেওবন্দ মাদরাসার প্রধান শিক্ষক জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের তৎকালীন সভাপতি সায়্যিদ ফখরুদ্দীন আহমদ সাহেবের (১৩০৭-১৩৯২হিজরী) লিখিত বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে যে আলোচনা পেশ করেছেন তা উল্লেখ করলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে। বুখারী শরীফে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী *انما انا فاسم والله يعطي* হাদীসের ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করার পরে লিখেছেন-

دراصل آپ اپنے ظاہری وجود سے ہزار ہا ہزار سال قبل خداوند جل جلالہ کی حقیقی خافت کے ساتھ سرفراز ہو چکے تھے اور قیامت تک کے لئے ہو چکے تھے۔ لہذا عالم کے تمام کمالات خواہ وجودی ہوں یا علمی، غلی ہوں یا اسکے علاوہ ہوں در حقیقت یہ آپ کے کمالات ہیں آپ کو براہ راست خداوند کریم نے عطا فرمائے ہیں، دوسروں کو آپ کی وساطت سے پہنچے ہیں جس طرح عالم اسباب میں آفتاب کی نورانیت اصل ہے اور باقی تمام منورات میں اسی کا فیض نمایاں ہے اسی طرح عالم وجود میں آپ کا وجود باوجود اصل ہے۔ باقی تمام وجودات اسی کا ظل اور فین ہیں

انুবاده: প্রকৃত পক্ষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়াতে আগমনের হাজার হাজার বছর আগে আল্লাহ তা'আলার প্রতিনিধি হিসেবে বিদ্যমান ছিলেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবেন। এজন্য বিশ্বের সকল পূর্ণতা- তা অস্তিত্বের হোক কিংবা ইলমের, আমলের বা অন্য কিছু- প্রকৃত পক্ষে তাঁরই পূর্ণতা। আল্লাহ তাঁকে সরাসরি তা প্রদান করেছেন। অন্যরা তার মাধ্যমে তা লাভ করেন। যেমনিভাবে সূর্যের আলো হচ্ছে আসল, আর অন্য সকল বস্তু তার আলো থেকেই আলোকিত হয়, তেমনিভাবে অস্তিত্ব জগতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর অস্তিত্ব হচ্ছে মূল, বাকী সবকিছুর অস্তিত্ব হল তাঁর ছায়া ও ফয়েয। (ইয়াহুল বুখারী, ১ম খণ্ড, ৪৯৬ পৃষ্ঠা)

শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমতুল্লাہی آلائیہی এর
জ্ঞানের গভীরতা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু آلائیہی ওয়া সাল্লাম এর
দরবারে মাকবুলিয়ত সম্পর্কে কিছু তাত্ত্বিক আলোচনা

শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমতুল্লাہی آلائیہی (৯৫৮-১০৫২ হি:) সম্পর্কে পাক ভারতের তথা সারা বিশ্বের উলামায়ে কিরাম অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করে থাকেন। এমনকি আহলে হাদীস ও গায়র মুকালিদদের শীর্ষস্থানীয় আলিম মাওলানা আব্দুল রহমান মুবারকপুরী তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'তুহফাতুল আহওয়াযীর' ভূমিকায় তার সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তা ভারতীয় হানাফী আলিমগণ তাদের কিতাবে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করে প্রমাণ করেছেন যে, আহলে হাদীসগণও যাকে ভারতের জন্য গৌরব মনে করছেন তিনি একনিষ্ট হানাফী আলিম। মুবারকপুরীর বক্তব্য নিম্নরূপ:-

من الله تعالى الهند بافاضة هذا العلم على بعض علمائنا كعبد الحق بن سيب الدين الترك الدهلوى المتوفى سنة اثنين و خمس و الف و امثالهم وهو اول من جاء به في هذا الاقليم و افاضه على سكانه في الحسن تقويم . (مقدمه تحفة الخوذى ص ٤٩)

হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমতুল্লাহি আলাইহি'র ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞানের গভীরতা ও রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে তাঁর মাকবুলিয়ত সম্পর্কে না জানার কারণে কিছু সংখ্যক আলিম তাঁর কোন কোন সিদ্ধান্তকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করেন না। এদের অজ্ঞতাকে দূর করার জন্য দেওবন্দীদের কাছে খুবই নির্ভরযোগ্য বুখারী শরীফের দু'টি ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকে কিছু আলোচনা তুলে ধরছি।

আনওয়ারুল বারী কিতাবে শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর উচ্চ মর্যাদার প্রমানস্বরূপ আব্দুল হালিম লকনভী (র.) এর বক্তব্য উদ্ধৃতি করেছেন। বক্তব্যটি নিম্নরূপ-

شاہ عبدالعزیز کے رسالہ کلامِ نافہ پر جو فوائد جامعہ نکلتے ہیں وہ نہایت مفید علمی تحقیقاتی سرمایہ ہیں۔ اس میں آپ نے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے حالات بھی ۲۲ صفحات میں بڑی عمدہ تحقیق سے تحریر کئے ہیں۔ اس کا ایک نمونہ برائے ملاحظہ پیش ہے۔

(۱) شیخ محدث دہلوی کو تصوف کی زبان میں گفتگو کی اجازت نہیں اور شاہ ولی اللہؒ نے باب میں کوئی تہ فتن نہیں۔

(۲) شیخ عبدالحق؟ جبر امت کے مسلک سے سہرہ و انحراف نہیں رکھتے، شاہ ولی اللہ اپنے اہلکار میں کہیں نہیں منفرد بھی نظر آتے ہیں۔

(۳) شیخ موسیٰ رفیع نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے والدین کو شادی کے وقت نظر میں ممتاز ہیں۔

(۴) شیخ عبدالحق محقق ہیں، اور شاہ ولی اللہ مفسر ہیں، شاہ صاحب موسوف کی تفسیر ہے، کہہ اور افکار کا دائرہ نہایت وسیع ہے باری ہر فصل و کامل شاہ ولی اللہ نے طبقات کتب حدیث کی بحث میں بالغ نظری کا ثبوت نہیں دیا، ان کا دائرہ فقہ اس باب میں محدود ہو گیا ہے، کیونکہ وہ طبقات کتب حدیث کی بحث میں شیخ ابن الصلاح جیسے خوش امتیاز و عارف نظر، متعصب مقلد کے تابع نظر آتے ہیں، کیونکہ دونوں نے رجال سند اور اصول فقہ کو نظر انداز کر کے مدارِ رحمت کتابوں کو قرار دیا ہے، اور تخریض کے وقت ان ہی کتابوں کی حدیثوں کو قابلِ ترجیح ٹھہرایا ہے۔

অনুবাদ: সম্মানিত মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল হালীম চিশতী রহমতুল্লাহি আলাইহি হযরত শাহ্ আব্দুল আযীয রহমতুল্লাহি আলাইহি এর পুস্তিকা “এজালায়ে নাফে'আহ” এর উপর যে ব্যাপক পর্যালোচনা লেখেছেন, তা অত্যন্ত উপকারী, জ্ঞানগর্ভ ও গবেষণাসমৃদ্ধ। তাতে তিনি হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমতুল্লাহি আলাইহি এর জীবনীও ৪৪ পৃষ্ঠা খুবই সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। এখানে তার একটা নমুনা দেখার জন্য উপস্থাপন করছি। ২৬ পৃষ্ঠায় তিনি লেখেন, শায়খ আলী মুত্তাকী রহমতুল্লাহি আলাইহি এর উপরোক্ত নির্দেশনা ও শায়খ মাওসুফ রহমতুল্লাহি আলাইহি এর বিশ্লেষণের প্রতি লক্ষ্য করেন। তাহলে শায়খ আব্দুল হক রহমতুল্লাহি আলাইহি ও শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহমতুল্লাহি আলাইহি এর কার্যপদ্ধতি ও চিন্তার ধরন এবং লেখন পদ্ধতির মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য আছে, তা সহজেই বুঝা যায়।

অন্য কথায় সে বিষয়গুলো নিম্নরূপ-

১। শায়খ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমতুল্লাহি আলাইহি এর তাসাউফের ভাষায় কথা বলার অনুমতি নেই। আর শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ রহমতুল্লাহি আলাইহি এর উপর এ ব্যাপারে কোন বাধা নেই।

২। শায়খ আব্দুল হক রহমতুল্লাহি আলাইহি অধিকাংশ উম্মতের মাযহাব হতে চুল পরিমান মুখ ফিরিয়ে রাখেননি। শাহ্ ওয়ালী উল্লাহকে কোথাও নিজ চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে কখনো কখনো স্বতন্ত্র্য দৃষ্টি গোচর হয়।

৩। শায়খ আব্দুল হক রহমতুল্লাহি আলাইহি উদার দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ও শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ রহমতুল্লাহি আলাইহি রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে উদ্ভাসিত।

৪। শায়খ আব্দুল হক রহমতুল্লাহি আলাইহি মুহাক্কিক/অনুসন্ধানী ও শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ রহমতুল্লাহি আলাইহি চিন্তাবিদ ছিলেন। শাহ্ সাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহি এর তাসাউফের দৃষ্টি সর্বব্যাপী ও চিন্তা ধারা ব্যপ্ত এবং অত্যন্ত প্রশস্ত। এই মর্যাদা ও পূর্ণতা থাকা স্বত্তেও শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ রহমতুল্লাহি আলাইহি হাদীসের কিতাবসমূহের স্তর বিণ্যাস আলোচনায় প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেননি। তাঁর চিন্তার পরিধি এই পরিচ্ছেদে সীমাবদ্ধ ছিল। কেননা, তিনি হাদীসের কিতাবসমূহের স্তর বিন্যাসের আলোচনায় শায়খ ইবনুস সালাহের ন্যায় শুভ বিশ্বাস, সংকীর্ণ দৃষ্টি, গোড়া মুকাল্লিদের অনুসারী গোচরীভূত হচ্ছে। কেননা, উভয়ে সনদের ব্যক্তিবর্গ ও নিরীক্ষার সূত্রাবলী লক্ষ্যবস্ত্র বানিয়ে কিতাবসমূহ শুদ্ধতার ভিত্তি নির্ধারণ করেছেন। আর দ্বন্ধের সময় তাদেরই কিতাবসমূহের হাদীসগুলোকে অগ্রগণ্য বলেছেন। (আনওয়ারুল বারী, খন্ড: ১৬, পৃষ্ঠা: ৪০৩, কশফুল বারী, খন্ড: ০৫, পৃষ্ঠা: ৩০৪)

বুখারী শরীফের উপরোক্ত দু'টি ব্যাখ্যাগ্রন্থের বক্তব্য থেকে প্রমানিত হল যে,

১. শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) ছিলেন মাযহাবের অনুসরণে শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র.) থেকেও অধিক নিষ্টাবান।
২. শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) উদার দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন।
৩. শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) মুহাক্কিক এবং অনুসন্ধানী ছিলেন।
৪. তিনি অধিকাংশ উম্মতের মাযহাব হতে বিন্দু মাত্র সরেন নাই।

আনওয়ারুল বারীর লেখক আরো কিছু অফসর হয়ে লেখেন-

شرح سفر السعاده کا ذکر

واضح ہو کہ علامہ محمد الدین فیروز آبادی رحمہ اللہ (صاحب القاموس) نے ایک کتاب "سفر السعاده فی تاریخ الرسول قبل نزول الوحي" بعدہ "تکلیفی تھی جو "صراط مستقیم" کے نام سے بھی مشہور ہے، علامہ موصوف چونکہ ظاہری الشرب تھے، اس لئے انہوں نے اکثر مواقع میں ان حدیثوں کو بیان کرنے سے گریز کیا ہے جس پر مجتہدین امت کامل ہے، اور زیادہ تر ایسی احادیث نقل کر دی ہیں جو ائمہ مجتہدین کے یہاں "مسلول بہا نہیں ہیں، اور آخر میں احادیث "موضوعہ" کے عنوان سے ایک باب کا اضافہ کر کے ابن جوزی وغیرہ ایسے مشدود محدثین کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حدیثوں کو بھی موضوع کہہ دیا جس سے عوام کے دلوں میں شبہات پیدا ہونے کا قوی احتمال تھا۔

ان امور کی اہمیت کا احساس فرما کر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کتاب مذکور کی شرح لکھی، جس میں مصنف مذکور کے پیدا کر دہ تمام شہادت کا ازالہ کر دیا اور احقاقیق کا فرایض کامل تحقیق و تدقیق کے ساتھ ادا فرما دیا۔ چونکہ اصل کتاب کے دو نام تھے اس لئے شیخ موسوف نے بھی اس کی شرح کے دو نام رکھے ایک ”انج القویم فی شرح الصراط المستقیم“۔ دوسرا ”طریق الافادہ فی شرح سفر السعاده“ اور موسوف نے اس کا ایک نہایت مختصراً بسوسط مقدمہ بھی لکھا۔ جو درحقیقت اس شرح کی جان ہے۔ اس کے ایک باب میں مصطلحات حدیث بتائیں۔ اور باب سخاں ستہ کا ذکر کیا تحقیق و تنقید کے اصول واضح کئے اور مذہب فنی پر جو اعتراضات کئے جاتے ہیں ان کی حقیقت واضح کی۔ نیز اصول مطابقت کو سمجھایا ہے، دوسرے باب میں ائمہ مجتہدین کا ذکر کیا ہے۔

شیخ مہسوف نے یہ شرح اور مقدمہ لکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ ائمہ مجتہدین کا مسلک احادیث صحیح کے خلاف ہرگز نہیں ہے اور خاص طور سے فتنی مسلک پر احادیث سے بعد کا انحراف و اتہام سراسر غلط ہے۔

শরহে সফরুস্ সা'আদাহ' এর আলোচনা-

প্রকাশ থাকে যে, কামুস কিতাবের লেখক আল্লামা মজদুদ্দীন ফিরুযাবাদী (মৃত্যু: ৮১৭ হিজরঅ) 'সফরুস সা'আদাহ ফি তারীখির রাসূল কাবলা নুয়ুলিল ওয়াহি ওয়া বা'দাহ' নামক একটি কিতাব লিখেছেন, যা 'সীরাতে মুস্তাকীম' নামে প্রসিদ্ধ। আল্লামা যেহেতু 'যাহিরপন্থী' (ظاهرى المشرق) ছিলেন, তাই তিনি অধিকাংশ স্থানে ঐ সকল হাদীস বর্ণনা হতে বিরত রয়েছেন, যার উপর মুজতাহিদগণের আমল আছে। ঐ সকল হাদীস বেশী বর্ণনা করেছেন, যার উপর মুজতাহিদ ইমামগণের আমল কম রয়েছে। অবশেষে মাওযু হাদীস শিরোনামে এক অনুচ্ছেদ রচনা করে ইবনে জাওয়ী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণের মতো সীমালংঘনকারী মুহাদ্দিসের ন্যায় বিগত হাদীসকেও মাওযু বলে দিয়েছেন, যদ্বারা সাধারণ লোকের অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টির প্রবল আশংকা ছিল।

এই বিষয়াদীর গুরুত্ব অনুভব করে শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমতুল্লাহি আলাইহি উক্ত কিতাবের ব্যাখ্যা গ্রন্থ লেখেছেন। যাতে তিনি উক্ত লেখকের (মজদুদ্দীন ফিরুজাবাদী) সৃষ্ট সকল সংশয় দূর করেছেন ও হক প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব পূর্ণ অনুসন্ধানের সাথে আদায় করেছেন। যেহতু মূল কিতাবের দুই নাম, তাই শায়খ আব্দুল হক রহমতুল্লাহি আলাইহি এর ব্যাখ্যাগ্রন্থের নাম উভয়ের সমন্বয়ে রেখেছেন। প্রথম নাম হল "আল মিনহাজুল কারীম ফি শারহিস সীরাতিল মুস্তাকিম" ও দ্বিতীয় নাম হল 'তরীকুল ইফাদাহ ফি শারহি সফরিস সাআ'দাহ'। শায়খ ইহার অত্যন্ত তথ্য সমৃদ্ধ সংক্ষিপ্ত একটা ভূমিকা লেখেছেন, যা মূলতঃ এই ব্যাখ্যাগ্রন্থের রূহ। এর এক অনুচ্ছেদে

হাদীসের পরিভাষাসমূহ লেখেছেন। আর সিহাহ সিত্তার লেখকগণের আলোচনা করেছেন। যাচাই বাছাইয়ের সুত্রাবলী স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। হানাফী মাযহাবের উপর যে দোষারোপ করা হয় তার বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলে ধরেছেন, সামঞ্জস্য বিধানের সুত্রাবলি আলোচনা করেছেন এবং অন্যান্য অনুচ্ছেদে মুজতাহিদগণের আলোচনা করেছেন। শায়খ আব্দুল হক রহমতুল্লাহি আলাইহি এই ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও ভূমিকা লেখে প্রমাণ করেছেন, মুজতাহিদ ইমামগণের মাযহাব কখনই বিগত হাদীসসমূহের পরিপন্থী নয়। বিশেষ করে হানাফী মাযহাবের উপর হাদীস হতে দূর হওয়ার অপবাদ ও দোষারোপের সিদ্ধান্ত ভুল ছাড়া আর কিছুই নয়। (আনওয়ারুল বারী, খন্ড: ১৬, পৃষ্ঠা: ৪০৪, কাশফুল বারী, খন্ড: ০৫, পৃষ্ঠা: ৩০৫-৩০৬)

আরো কিছু অংশের হয়ে আনওয়ারুল বারী কিতাবে লেখেন-

شیخ موسوف نے مشکوٰۃ شریف کی دوسری شرح عربی میں "لمعات الشیخ" نامی تھی۔ یہ شرح العربیہ نمبر میں ملائی قاری کی مرقاۃ شرح مشکوٰۃ سے کم ہے مگر افادیت و حسن انتخاب میں اس سے بڑھ کر ہے۔ ملا سرکاری نے پاس کتابوں کا ذخیرہ ملائی زیادہ تر کتاب انتخاب اتنا بہتر ہے: دوسرا شیخ محمد ثاہی کے پاس کتابوں کا ذخیرہ زیادہ تر کتابوں سے جو سرکاری کے پاس ہیں وہ ان کے طریقہ انتخاب اور حسن اختیار کی بہترین مثال ہیں۔ پھر کتبہ کو یہ مشکوٰۃ کی شرح ہے۔ لیکن اس شرح نے سخاوت کی شرح سے مستثنیٰ کر دیا ہے۔ نمبر ۲۱۸۲ میں بھی

অনুবাদ: শায়খ আব্দুল হক মুহাদিসে দেহলভী রহমতুল্লাহি আলাইহি 'লাম' আতুত তানকীহ' নামে মিশকাত শরীফের অপর একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ আরবীতে লেখেন। যদিও এটা বিশালত্বের দিক দিয়ে হযরত আল্লামা মুল্লা আলী কারী রহমতুল্লাহি আলাইহির মিশকাতের শরহ মিরকাত এর চেয়ে ছোট; কিন্তু উপকৃত হওয়া ও এর সুন্দর বিন্যাসের দিক দিয়ে তার চেয়েও উচ্চাঙ্গের। আল্লামা মুল্লা আলী কারী রহমতুল্লাহি আলাইহি এর কাছে কিতাবের ভান্ডার ছিল, কিন্তু নির্বাচন তেমন উত্তম হয় নি। শায়খ মুহাদিসে দেহলভী রহমতুল্লাহি আলাইহি এর কাছে কিতাবের ভান্ডার ছিল না। কিন্তু যে কিতাবসমূহ হতে মূল্যবান তথ্যাবলি গ্রহণ করেছেন তা তার নির্বাচন বিন্যাস ও সুন্দররূপে ধারণের যোগ্যতার উত্তম উপমা। তদুপরি এটা গুনতে তো মিশকাতের ব্যাখ্যা গ্রন্থ, কিন্তু কাজে তা সিহাহ সিত্তার ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহের প্রয়োজন পূরণ করে। (আনওয়ারুল বারী, খন্ড: ১৬, পৃষ্ঠা: ৪০৫, কাশফুল বারী, খন্ড: ০৫, পৃষ্ঠা: ৩০৬)

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে প্রমানিত হল যে, শায়খ আব্দুল হক মুহাদিসে দেহলভী (র.) কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিষয়সমূহে উত্তম রূপে চয়ন করার ব্যপারে মুল্লা আলী কারী (র.)-এর চেয়েও বেশী পারদর্শী ছিলেন।

দেওবন্দীদের কাছে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য উপরোক্ত দু'টি ব্যাখ্যাগ্রন্থের বক্তব্য থেকে প্রমানিত হল, শায়খ আব্দুল হক মুহাদিসে দেহলভী (র.) দেওবন্দীদের দৃষ্টিতেও অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও উচ্চ স্থরের হানাফী পূর্বসূরী আলিম। যিনি ইমাম আবু হনীফা (র.) এর অনুকরণ থেকে চুল পরিমান সরেননি। কোন কোন ক্ষেত্রে শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.) ও মুল্লা আলী কারী (র.) এর চেয়েও অধিক যোগ্য ছিলেন। সে হিসেবে সালাফী লা-

মাযহাবীদের বিরোধীতার অনুকরনে মীলাদুন্নবীর বিরোধীতার চক্রান্তে शामिल না হয়ে হানাফী-সুন্নীদের শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর ফতওয়া মেনে নেয়া একান্ত জরুরী। উল্লেখ্য যে, শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) 'মাদারিজুন নবুওত' (দ্বিতীয় খন্ড- পৃষ্ঠা: ২৯) ও 'মা সাবাতা বিস সুন্নাহ', পৃষ্ঠা: ২৯) কিতাবে মীলাদুন্নবীর বৈধতা ও উপকারিতার সপক্ষে ফতওয়া প্রদান করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর মাকবুলিয়ত

আকাবিরীনে দেওবন্দ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমতুল্লাহি আলাইহি এর মাকবুলিয়তের কথা উল্লেখ করেছেন। নিম্নে থানবী সাহেবের 'মালফুযাত' ও 'উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযী' কিতাব থেকে এ সম্পর্কিত কিছু আলোচনা তুলে ধরছি।

কোন কোন ওলী আল্লাহ এমনও রয়েছেন যে, প্রত্যেক দিনই তাঁরা স্বপ্নে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিয়ারত লাভ করতেন। তাদেরকে 'সাহেবে হজুরী' বলা হয়। তন্মধ্যে হযরত ছিলেন। তিনি যখন মদীনা মুনাওয়ীয়ায় ইলমে হাদীসের অধ্যয়ন সু-সম্পন্ন করলেন, তখন তাকে স্বপ্নে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই নির্দেশ প্রদান করলেন, তুমি হিন্দুস্থানে গমন কর এবং ইলমে হাদীসের প্রচারে আত্মনিয়োগ কর, যেন সেখানকার লোকেরা উপকৃত হয়। তিনি আরম্ভ করলেন, ইয়া রাসুলান্নাহ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিন্দুস্থানে গমন করলে আপনার দরবারে কিভাবে হাজির হবো? আর আপনার দরবারে হাজির হতে না পারলে কী করে বাঁচব? তখন হুকুম এল, তুমি ব্যাকুল হয়ো না। রাতে মুরাকাবা কর, আমার নিকট পৌঁছে যাবে। প্রত্যেক দিনই তুমি যিয়ারত লাভ করবে। এভাবে নিশ্চিত হবার পর যখন হিন্দুস্থানে রওয়ানা দিলেন; তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে নির্দেশ দিলেন, হিন্দুস্থানে যারা আল্লাহ ওয়ালা রয়েছেন তাদের দিকে নযর রেখো। এ নির্দেশটির বিশেষ প্রতিক্রিয়া হলো হযরত আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উপর। তাই হিন্দুস্থানের যে স্থানেই তিনি গমন করতেন, সেখানে যদি কোন আল্লাহ ওয়ালা লোক থাকতেন, তবে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন। (মালফুযাতে হযরত থানবী, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৬-৭; তাযকেরায়ে গাউসিয়া, পৃষ্ঠা: ৩৮৯-৩৯০; ইনশেরাহ্‌স সূদূর, পৃষ্ঠা: ৩০৯; সীরাতুন্নবী বাদ আয বেসালাতুন্নবী, পৃষ্ঠা: ২৩৯-২৪১; উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযী, খন্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২৪০)

সর্ব ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি আদব রক্ষা ফরয

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট এমন অনেক বিষয় আছে যা বাস্তব হলেও আলোচনা করার সময় অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। কেননা এ সকল বিষয় আলোচনাকালে যদি কেউ ইহানত বা হেয় দৃষ্টি রাখে তাহলে কুফরী হবে। যেমন কুরআন কারীমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলা হয়েছে 'তিনি আপনাকে পেয়েছেন নিঃস্ব, অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন।' এ আয়াত সম্পর্কে ইমাম যারকাশী লিখেন উক্ত আয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উভয় অবস্থার (নিঃস্ব-ও অভাবমুক্ত) বর্ণনা আছে। এতদ্বসত্ত্বেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ফকীর বা মিসকীন বলা জায়িয় নয়। কেননা মহান আল্লাহর পরে তিনিই সবচেয়ে বড় ধনী। (নাসিমুর রিয়াদ, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা: ৩৩৬)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মলগ্ন থেকে ইয়াতীম ছিলেন। এছাড়া হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে তার কাজ সম্পাদন করতেন। তিনি তার বোঝা মাথায় বহন করে নিয়ে আসতেন। সাহাবায়ে কিরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাথায় বোঝা দেখে মহক্বত এবং সম্মানের তাকিদে তাঁর মাথা থেকে বোঝা নিতে চাইতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন বোঝার মালিক বোঝা বহন করা অধিক উত্তম।

বাস্তবতা হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াতীম ছিলেন। কখনো কখনো নিজ মাথায় নিজের বোঝা বহন করতেন। এখন যদি কেউ তুচ্ছার্থে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইয়াতীম অথবা বোঝা বহরকারী বলে তাহলে কুফরী হবে। যেমন কাজী আ'য়ায (র.) তার 'শিফা' কিতাবে লিখেন।

وافى أبو الحسن القابسي فيمن قال في النبي صلى الله عليه وسلم الجمال يتيم أبي طالب بالقتل-

অনুবাদ: আবুল হাসান কাবিসী ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন, যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে (হেয় করার উদ্দেশ্যে) বোঝা বহনকারী এবং আবু তালিবের ইয়াতীম বলে থাকে। (আশ শিফা, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা: ২১৭)

শিফা কিতাবের অন্য এক স্থানে কাজী আ'য়ায (র.) লেখেন-

وأفنى فقهاء الأندلس بقتل ابن حاتم المتفقه الطليطلي و صلبه بما شهد عليه به من استخفافه بحق النبي صلى الله عليه وسلم وتسميته إياه أثناء مناظرته باليتيم ، وختن حيدرة ، و زعمه أن زهده لم يكن قصداً ، ولو قدر على الطيبات أكلها ، إلى أشباه هذا

অনুবাদ: আন্দালুসিয়ার ফকীহগণ ইবনে হাতিম তুলাইতলীকে ফাঁসি কাটে ঝুলিয়ে হত্যা করার ফতোয়া দিয়েছিলেন। কারণ প্রমান পাওয়া গিয়েছিল যে, সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাচ্ছিল্য করেছিল। মুনাযারার মধ্যে সে তাঁকে (তাচ্ছিল্য করে)

ইয়াতীম ও আলী (রা.) এর শ্বশুর বলেছিল। আর সে মনে করত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে তুষ্টি (দুনিয়া বিমূখতা) তাঁর ইচ্ছায় ছিল না, বরং পবিত্র থাকার পেনে অবশ্যই তিনি খেতেন। (আশ-শিফা, পৃষ্ঠা: ২১৮)

একজন ফকীহ হওয়া সত্ত্বেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'টি বাস্তব বিষয়- অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াতীম হওয়া এবং আলী (রা.) এর শ্বশুর হওয়াকে তাচ্ছিল্য করে বলার কারণে আন্দালুসিয়ার ফকীহগণ তাকে হত্যা করার ফতোয়া দিয়েছিলেন। এ থেকে ওয়াহাবীদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক তেল ব্যবহার করতেন। এ কারণে তার কাপড় তেলের কাপড়ের মত হয়ে যেত। কিন্তু কেউ যদি অবহেলার সুরে বলে যে, তাঁর কাপড় ময়লা ছিল তাহলে তাকে হত্যা করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে ইবনে ওয়াহাব ইমাম মালিক থেকে বর্ণনা করেন-

وروى ابن وهب عن مالك من قال ان رداء النبي صلى الله عليه وسلم — ويروى زر النبي

صلى الله عليه وسلم وسخ اراد به عيه قتل —

অনুবাদ: যে ব্যক্তি ভুলক্রটি প্রকাশের উদ্দেশ্যে বলবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাদর অথবা জামার হাত ময়লা ছিল তাকে হত্যা করা হবে। (শিফা ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা: ২১৭)

ওয়াহাবীরা মাঝে মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্ম ও শৈশবকালীন ঘটনা বর্ণনা করলেও তাদের অন্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি বিনয় ও শ্রদ্ধাবোধের অভাবের কারণে ভাষার মধ্যে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য পাওয়া যায়। বিশেষ করে মীলাদুন্নবী এর আলোচনাকালে তাদের ভাষায় চরম বেয়াদবী ফুটে উঠে। মূলত: তারা মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আলোচনাকে মানুষের কাছে মূল্যহীন করার জন্য সাধারণত: এরূপ করে থাকে। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শানে এরূপ তাচ্ছিল্যের ভাষায় কথা বলা কুফরীর অন্তর্ভুক্ত।

আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে মীলাদুন্নবীর মূল ভিত্তি যে সুন্নাতে হাসানাহ, তা প্রমাণিত হয়েছে। কিছু সংখ্যক নামধারী আলিম এ আলোচনার মাহফিলকে নিরর্থক প্রমাণিত করার উদ্দেশ্যে মীলাদুন্নবী আনুষ্ঠানিকভাবে যে বাদশাহর আমলে (বাদশাহ মুযাফফর উদ্দীন আবু সাঈদ আল কাওকাবারী, মৃত্যু: ৫৬৩ হিজরী) শুরু হয়েছিল, মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তাঁর উপর অপবাদ আরোপ করে বলে থাকে যে, তিনি ইয়াহুদী ছিলেন। (নাইযুবিল্লাহ)। এ মিথ্যা দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য 'বেদায়া ওয়ান নেহায়া' কিতাবের ভাষ্যকে জালিয়াতি করা হয়েছে। অথচ হাফিয় ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর (র.) 'আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া' কিতাবে তাঁর সম্পর্কে লেখেন-

وكان مع ذلك شهما شجاعا فانكا بطلا عاقلا عالما عادلا رحمه الله وأكرم مثواه

অনুবাদ: তিনি পবিত্র আত্মার অধিকারী, বীর পুরুষ, বিজ্ঞ আলিম, সাহসী, জ্ঞানী ও ন্যায় পরায়ন ছিলেন। আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন এবং তাঁর ঠিকানাকে সম্মানজনক করুন। (আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, খন্ড: ১৩, পৃষ্ঠা: ১১৮)

অনুরূপ বক্তব্য ইমাম যাহাবীর 'সিয়রু ই'লামিন নুবালা'সহ নির্ভরযোগ্য সিয়রের কিতাবসমূহে রয়েছে।

ইমাম যাহাবী লেখেন-

وكان متواضعا، خيرا، سنيا، يحب الفقهاء والمحدثين

অনুবাদ: তিনি ছিলেন বিনয়ী, উত্তম, সুন্দর। ফকীহগণ ও মুহাদ্দিসীনে কিরামকে তিনি ভালবাসতেন। (সিয়রু ই'লামিন নুবালা, খন্ড: ২২, পৃষ্ঠা: ৩৩৬)

নবী প্রেমই কি কাওকাবারীর অপরাধ

ফতহুল বারী ২য় খন্ডের ২৫৯ পৃষ্ঠায় এবং উমদাতুল কারী ৩য় খন্ডের ২৯১ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে যে, খুতবার আযান ইমামের সামনে দেয়ার প্রচলন করেছিলেন খলীফা হিশাম বিন আব্দুল মালিক। তার জন্ম ৭২ হিজরী এবং শাযনকাল ছিল ১০৫ হিজরী থেকে ১২৫ হিজরী পর্যন্ত। হিশাম বিন আব্দুল মালিকের জীবনে অনেক কলঙ্কের দাগ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র.) ইমাম য়ায়েদ (র.) এর মাধ্যমে খিলাফতে রাশিদার পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষে সাহায্য সহযোগীতার পক্ষে ফতোয়া প্রদান করেছিলেন। এবং এ ব্যাপারে তাঁকে আর্থিক সহযোগীতাও করেছেন। হিশাম বিন আব্দুল মালিক ইমাম য়ায়েদ (র.) এর মত আহলে বাইতের এক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্বকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিল। মোট কথা, এ ব্যাপারে তার ভূমিকাকে অনেকটা ইয়াযীদের ভূমিকার সাথে তুলনা করা যায়। (দেখুন তারীখে ইসলাম, সৈয়দ মুফতি আমীমুল ইহসান রহমতুল্লাহি আলাইহি) এতদসত্ত্বেও ইমামের সামনে খুতবাহর আযান দেয়ার ব্যাপারটি দেওবন্দীসহ দুনিয়ার সকল উলামায়ে কিরাম মেনে নিয়ে এর উপর আমল করছেন। (খুতবাহর আযান সম্পর্কে হিশামের ভূমিকা বিষয়ে আনওয়ারুল বারী, খন্ড: ১৭, পৃষ্ঠা: ৯৭-৯৮ দেখুন)। কেউ হিশামের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করছেন না। পক্ষান্তরে মীলাদুন্নবীর ভিত্তি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমানিত থাকা সত্ত্বেও একজন পবিত্র আত্মার অধিকারী, বীর পুরুষ, বিজ্ঞ আলিম, সাহসী, জ্ঞানী, ন্যায় পরায়ন, সুন্দর বাদশাহর বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করা কোন প্রকৃত ঈমানদারের কাজ নয়।

প্রচলিত পদ্ধতিতে মীলাদুন্নবীর মাহফিল পালন করাকে যদি দেওবন্দীরা বিদ'আত বলে থাকেন, তাহলে প্রচলিত পদ্ধতিতে তাবলীগী কার্যক্রমকে কি বলা যাবে সে সম্পর্কে আমরা তাদের কাছে মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের প্রবর্তিত তাবলীগের নব আবিষ্কৃত তাবলীগী কার্যক্রম সম্পর্কে তাদের কিতাব থেকে একটি প্রশ্ন ও উত্তর তুলে ধরছি যাতে করে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়।

মালফুযাতে ফকিহুল উম্মাত কিতাবে মুফতী মাহমুদুল হাসান সাহেবের নিকট একটি প্রশ্ন ও মাহমুদুল হাসান সাহেব কর্তৃক প্রদত্ত উত্তর মাসউদ আহমদ কাসিমী এভাবে উল্লেখ করেছেন-

تبلیغی جماعت پر اعتراض

ارشاد فرمایا کہ ایک مدرسہ کے مہتمم صاحب نے تبلیغی جماعت پر بطور اعتراض کے میرے پاس خط لکھا جس میں تحریر تھا کہ تبلیغی جماعت کا یہ نصاب عمر میں سات چھٹے سال میں ایک چارہ مہینہ میں تین دن بنتا ہے۔ نگشت اور روزانہ کی تعلیم کہاں سے ثابت ہے میں نے جواب میں لکھا کہ ایک آدمی کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ خلاف شرع چیزوں سے بچے۔ صاف شرع نہیں آپ بتلائیں کہ آپ کے یہاں درس نظامی کا نصاب پوراس کی مدت اتنے سال چار سال میں فلاں فلاں کتاب اور دوسرے سال میں فلاں فلاں اسی طرح ہر سال فلاں فلاں نیز سال میں تین امتحان یہ سب کہاں سے ثابت ہے ظاہر ہے کہ آپ بھی کہیں گے کہ خلافت شرع نہیں اور تجربہ مشاہد ہے کہ چار اسطر پڑھ لیتا ہے وہ فاضل بن جاتا ہے اس کے بعد کے اتنا ہی کافی ہے میں اسی طرح تبلیغی جماعت کے نصاب کو سمجھ لیجئے۔

انুবাদ :

تابلیگ جاماآتہر اُپر অভিযোগ

تینی (ماہمؤدول হাসان) বলেছেন যে, এক মাদরাসার মুহতামিম সাহেব তাবলীগ জামাতের উপর অভিযোগ করে আমার কাছে একটি চিঠি লিখলেন। যাতে লেখা ছিল তাবলীগ জামাতের নিসাবের মধ্যে আছে, জীবনে সাত চিত্রা প্রদান, মাসে তিন দিনের এক চিত্রা, সপ্তাহের দুইবার গাশত করা এবং দৈনিক তা'লিম ইত্যাদি। এগুলো কোন্ দলীলের দ্বারা সাব্যস্ত হয়? আমি (মাহমؤদول হাসান) তার জবাবে লিখলাম এমন একটি বিষয় প্রমাণিত হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, ইহা শরী'আত বিরোধী নয়। সুতরাং যেহেতু এ কাজ শরী'আত বিরোধী নয় তাই এটা জাযিয়। আপনি বলুন আপনাদের দরসে নেজামীর যে নিসাব রয়েছে যেমন: এটা এত বৎসরে শেষ হবে। প্রথম বৎসর অমুক অমুক কিতাব পড়ানো হবে। দ্বিতীয় বৎসর অমুক অমুক কিতাব পড়ানো হবে। এভাবে প্রত্যেক সালের নিসাব প্রণয়ন। তাছাড়া বৎসরে তিনটি পরীক্ষা নেয়া হবে। এগুলি কোন দলীলের দ্বারা প্রমাণিত হয়? প্রকাশ থাকে যে, এর উত্তরে আপনি বলবেন এটা শরী'আত বিরোধী নয় এবং অভিজ্ঞতা স্বাক্ষর প্রদান করে, যে এভাবে পড়বে সে ফায়িল হয়ে যাবে। আর এটাই প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। সুতরাং তাবলীগী জামাতের নিসাবকে এরূপ মনে করা উচিত। (মালফুযাতে ফকিহুল উম্মাত, মুফতী মাহমؤদول হাসান গঙ্গুহী, মুরাত্তিব: মাসউদ আহমদ কাসিমী, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা: ১৩৪)

উল্লেখ্য যে, এ ঘটনা থেকে ইহা প্রমাণিত হয়, কোন কাজ সম্পাদনের নব আবিষ্কৃত পদ্ধতি শরী'আত বিরোধী না হলে সে কাজ করা নাজাযিয় নয়, বিদআতও নয়, এটা দেওবন্দীরাও মনে করেন। কারণ তাবলীগী দাওয়াতের অনেক আবিষ্কৃত পদ্ধতি রয়েছে। মাহমؤদول হাসান সাহেব প্রমান স্বরূপ মাদরাসা সিলেবাসকে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করেছেন।

উল্লেখ্য, তাদের মাদরাসাগুলোরও প্রচলিত সিলেবাস রয়েছে। উপরোল্লিখিত সিলেবাসকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মেনে চলা হয়। প্রমান স্বরূপ আরো বলা যায়,

বুখারী শরীফ সংকলন শেষ হয়েছে ২৩৩ হিজরীতে । দেওবন্দীরা খতমে বুখারী এবং দস্তারবন্দীর যে অনুষ্ঠান করে থাকেন, এ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠান করার প্রমাণ কোন সাহাবী, তাবিঈ, তবে তাবিঈ থেকে নেই।

তাবলীগীদেন নতুন আবিষ্কৃত বিষয়সমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি হচ্ছে ছয় উসূলের মাধ্যমে তাবলীগী দাওয়াত দেয়া। তারা এ ছয় উসূলকে কি পরিমাণ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, এ সম্পর্কে তাবলীগীদের হিতাকাজী আলিম মুফতি তকী উসমানী সাহেবের একটি বক্তব্য হচ্ছে-

‘কোন কোন সময় তাবলীগের আমিরগণ এমন ফায়সালা করে নেন যা শরীয়ত সংগত নয়। কেননা তাবলীগ ও দাওয়াত ফরযে আইন নাকি ফরযে কেফায়া? এ ব্যাপারে তারা বিধিবদ্ধভাবে এ ফায়সালা করে নিয়েছেন যে, দাওয়াত ও তাবলীগ শুধুমাত্র ফরযে আইনই নয় বরং এ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে করাই ফরযে আইন। যে ব্যক্তি এ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে করবে না সে ফরযে আইনের তরককারী। এটি মারাত্মক ভারসাম্যহীন কথা। একই ভাবে জিহাদের ব্যাপারে এ ধরনের ভারসাম্যহীন কথা শুনা যাচ্ছে।’ (দরসে তিরমিযী- ৫/২১৪)

দেওবন্দী মাশায়িখগণের দৃষ্টিতেও কুরুনে সালাসার পরের অনেক উত্তম আমল আদায়ের আবিষ্কৃত পদ্ধতি বিদআতে মানদূবাহ (কাজটি করা জায়িয়, বরং করাই ভাল) এর অন্তর্ভুক্ত

সকল নুতন কাজ কিংবা কোন কাজের সকল নতুন পদ্ধতি যদি বিদআত হয় তবে সর্বপ্রথম কওমী-সরকারী মাদরাসাসমূহের নির্ধারিত সিলেবাসকে বিদআত বলতে হবে। যেমন কামিল ক্লাসে এই কিতাব পড়তে হবে, এত দিন পর পরীক্ষা নিতে হবে, এক একটি পিরিয়ড এত মিনিটের হতে হবে ইত্যাদি বিষয়সমূহ। যেহেতু কিছু সংখ্যক দেওবন্দী সকল বিদআতকেই গোমরাহী বলে থাকেন, তাই আমরা এখানে দেওবন্দীদের কিতাব থেকে বিদআত সম্পর্কে কিছু আলোচনা তুলে ধরছি।

কিছু সংখ্যক নামধারী আলিম অত্যন্ত গৌরবের সহিত বলে থাকেন যে, আমরা তাসাউফপন্থী। বিশেষতঃ তারা নিজেদেরকে চিশতিয়া তরীকার অনুসারী বলে দাবী করেন।

এটা অতি প্রসিদ্ধ যে, চিশতিয়া তরীকাহসহ অন্যান্য তরীকার যিকর-আযকারের পদ্ধতি অনেকটাই উত্তম তিন যুগে ছিল না; বরং অনেক পরে প্রচলিত হয়েছে। উলামায়ে দেওবন্দ এটাও স্বীকার করেন যে তরীকার যিকর-আযকারের পদ্ধতিসমূহ উত্তম যুগের পরে প্রচলিত হয়েছে। দেওবন্দীদের অনেকে বলেন- তিন যুগের পর যা আবিষ্কৃত হয়েছে তা বিদআত। তাদের অনেকে বাড়াবাড়ি করে এটাও বলেন যে, বিদআত বলতেই সাইয়িআহ, বিদআতে উত্তম বলতে কিছু নেই। অথচ তরীকার যিকর-আযকারের পদ্ধতিসমূহ কুরুনে সালাসায় না থাকায় দেওবন্দীরা বললেন ‘এটা বিদআতে মানদূবাহ’।

বাংলাদেশের দারুল উলুম দেওবন্দ হিসাবে খ্যাত হাটহাজারী মাদরাসার উসতায়ুল হাদীস ওয়াত তাফসীর মাওলানা আবুল হাসান সাহেব তরীকতের যিকির-আযকারের যে সকল পদ্ধতি কুরানে সালাসায় ছিল না সেগুলোকে বিদআতে মানদুবাহ বলেছেন।

کِتَابُ التَّنْظِيمِ الاِشْتَاتِ
হাসান সাহেব এ প্রসঙ্গে তার কিতাবের ১ম খন্ড ৯৯-১০০ পৃষ্ঠায় লেখেন-

أَبْسَى أَرْسَ تَنْشِيسِ جَوْ

مَرْسِ لَمْ يَنْسِ بِأَيِّ كَيْفَ أَرْسَ تَنْشِيسِ جَوْ
مَرْسِ لَمْ يَنْسِ بِأَيِّ كَيْفَ أَرْسَ تَنْشِيسِ جَوْ

وہ امرحادث ہوا یہ بدعت مندوبہ کتب الدلائل علی الفرق الضالۃ للرد علیہم ولحفظ الدین وکالا ذکار المخصوصۃ

المعروفۃ من مشائخ الصوفیۃ لتزکیۃ الباطن۔ یہ سب بدعت مندوبہ میں شامل ہیں کیونکہ اسی ازمنہ ملتہ میں وہ فرق

ضالہ نہیں تھے کہ رد کرنا پڑے بعد میں جب پیدا ہوئے تو رد کیا گیا۔ اور اسی زمانہ میں وہ حضرات برکتہ معجبتہ البنیٰ مرکی تھے

اس لئے ان اشغال کی غزورت نہ تھی۔ جب بعد ہوتا گیا غزورت ہوتی گئی کیونکہ حفظ دین من الفرق الضالۃ و تزکیۃ

باطن واجبی مرہ و مقدمۃ الواجب واجب۔ کہانی مسلمہ الثبوت وغیرہ

অনুবাদ: প্রকৃত কথা হচ্ছে প্রথম তিন যুগে এই সকল বিষয় এজন্য ছিল না যে, তখন তার উপলক্ষ বিদ্যমান ছিল না। অতঃপর এই তিন যুগের পর তার কারণ বিদ্যমান পাওয়ায় তা বিদআতে মানদুবাহ অর্ন্তভুক্ত হয়েছে। যেক্ষণ ভ্রান্ত দলগুলোর ভ্রান্ত মতবাদ খন্ডন করা ও দীন রক্ষার নিমিত্তে তাদের বিপক্ষে দলীল উপস্থাপন করা এবং আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধতা লাভের জন্য সুফী বুয়ুর্গদের (নির্ধারিত পদ্ধতিতে) যিকির আযকার সমূহও বিদআতে মানদুবাহ অর্ন্তভুক্ত। আর এসকল বিষয়কে বিদআতে মানদুবাহ এজন্য বলা হয় যে, প্রথম তিন যুগে এই সকল ভ্রান্ত দলগুলোর অস্তিত্ব না থাকায় তাদেরকে প্রতিহত করার প্রয়োজন দেখা দেয়নি। পরবর্তীতে যেহেতু এসকল দলের আবির্ভাব হয়েছে সেহেতু তাদেরকে প্রতিহত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। তাছাড়া সেই যুগে (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে) যে সকল লোক নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য লাভের মাধ্যমে পূত পবিত্র ছিলেন। রাসুলের সাহচর্য পাওয়ার কারণে সুফী বুয়ুর্গদের যিকির আযকারে মশগুল হওয়ার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধি লাভের প্রয়োজন পড়েনি। পরবর্তীতে যারা রাসুলের সাহচর্য পাননি তারা সুফী বুয়ুর্গদের প্রচলিত যিকির আযকারের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধতা লাভ করেছেন। অনুরূপ প্রথম তিন যুগে ভ্রান্ত দলগুলোর উদ্ভব না হওয়ায় তাদের প্রতিহত করারও প্রয়োজন পড়েনি। পরবর্তীতে তাদের উদ্ভব হওয়ায় প্রতিহত করারও প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। কেননা ভ্রান্ত দল থেকে দীনকে রক্ষা করা এবং অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধি উভয়ই ওয়াজিব। মুসল্লামুস সুবুত ইত্যাদি কিতাবে রয়েছে ওয়াজিবের সহযোগী কাজও ওয়াজিব। (তানযীমুল আশাতাত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৯৯-১০০)

ماولانا আবুল হাসান সাহেবের বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয়-

১. কোন আমলের পদ্ধতির বর্ণনা কুরানে সালাসা তথা উত্তম তিন যুগে না থাকলেই ভ্রষ্ট বিদআত বলা অজ্ঞতার পরিচয়।
২. বিদআতের একটি প্রকার হলো বিদআতে মানদূবাহ (কাজটি করা জাযিয়, বরং করাই ভাল, নূরুল আনোয়ার আমর অধ্যায়)
৩. কুরানে সালাসায় সরাসরি না থাকলেও উত্তম আমল জাযিয় হতে পারে।

নিচে চিশতিয়া তরীকার এমন কিছু আমল দেওয়া হলো যা কুরানে সালাসায় সরাসরি ছিল না, তারপরও সেগুলো উলামায়ে কিরামের নিকট গ্রহণযোগ্য :

১. পাস-আনপাসের যিকরের পদ্ধতি
২. পীরের কলবের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পদ্ধতি
৩. কাশফে কুবুর ও উহা থেকে ফায়য লাভের পদ্ধতি
৪. ফানা, বাকা, খিলওয়ত
৫. তরীকতের গুগল-আশগাল ইত্যাদি।

বিভিন্ন তরীকার আমলের আবিষ্কৃত পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য মুসনাদুল হিন্দ শাহ ওলী উল্লাই মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.)-এর 'আল কাউলুল জামীল' কিতাব দ্রষ্টব্য।
সূফিয়ায়ে কিরামের অনেক গুগল আশগাল ও যিকির আযকার যাহা হুবহু উত্তম তিন যুগে না থাকার কারণে বিদ'আত হওয়ার যে সন্দেহ সৃষ্টি হয় তার উত্তরে শেখ মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী সাহেব তার লিখিত মকতুবাতে শেখুল ইসলাম প্রথম খন্ড, ৩৬১ পৃষ্ঠা, মকতুব নং-১৩৯-এর উদ্ধৃতি দিয়ে মাওলানা আব্দুল হাফিয সাহেব تصوف کیتابوں کی حقیقت اور اس کے مسائل কিতাবের ৭০-৭১ পৃষ্ঠায় যা লিখেছেন নিম্নে তা পেশ করা হলো।

کیا ازکار صوفیہ بدعت ہیں؟

آپ فرماتے ہیں ”بسا اوقات بہت سے شغل اور ازکار سے صوفیہ پر بدعت کا گمان ہونے لگتا ہے۔ کیوں کہ صاحب شریعت تزکیہ و اصلاح نفس کے لیے جو معتد نسخہ تجویز کیا تھا۔ اس کے اجزاء کے تناسب میں رد و بدل کرنا اور بعض چیزوں کی مقادیر کو صاحب شریعت کی تجویز کردہ مقداروں سے بڑھا کر بعض دوسرے چیزوں کی مقداروں کو اسی نسبت سے گھٹا دینا۔“

ہمارے دین میں جس نے نیا کام ایجاد کیا اور وہ دین میں نہیں ہے تو وہ
مردود ہے۔

کے تحت نہ سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں۔

محترم! اگر کوئی چیز کسی نے ایسی کہی ہے یا لکھی ہے جو صراحتاً خلاف شریعت
ہے، وہ تو یقیناً مردود ہے مگر جو چیز اباحت و استحباب کے ماتحت داخل ہے اس کا
فرمانا مقادیر کی یا اغراض وغیرہ کی کمی بیشی ایسی ہی ہے جیسے قرآن میں اعراب
لگانا، اس کو طبع کرنا، اس کی جلد باندھنا، اس کی تدریس و تعلیم اور مکاتیب اور ان
کے لوازم کو عمل میں لانا، جس کو حکماء امت نے ضروریات زمانہ اور مقتضایات اور
استعدادات اقوام کے مطابق فرائض یا واجبات کے عمل کرنے کے لیے موقوف
علیہ یا ضروری سمجھ کر وضع فرمایا ہے۔ قاعدہ ہے۔

ما يتوقف عليه المأمور به فهو مأمور.

جو چیز حکم کی تعمیل کے لیے ضروری ہے وہ بھی ضروری ہے۔

کا قاعدہ سب کو ماننا ضروری ہے کیا اعلاء کلمۃ اللہ اور جہاد کے لیے آپ
توپ مشین گن اور اسلحہ جدید کو بدعت فرمائیں گے

انুবাদ: 'انےک समय सुफियाये किरामगणेर ओयायिका ओ यिकिर आयकारेर विषये
विदआतेर धारणा सृष्टि हय । केनना छाहेवे शरीयत वा नबी कारीम साल्लाल्लाह आलाईहि
ओया साल्लाम अत्तरेर परिशुद्धता ओ संशोधनेर जन्य ये निर्भरयोग्य विधान विधिवद्ध
करे दियेछेन तार अंशगुलिर साथे सम्पृक्तता रेखे रदबदल करा एवं कोन कोन
विषयेर निर्धारित परिमाणके नबी कारीम साल्लाल्लाह आलाईहि ओया साल्लामेर निर्धारित
परिमानेर चेये वृद्धि करा एर अंशगुलिर कोन कोनटिके संकीर्ण करे फेला-

من احدث فی امرنا هذا ما لیس فیہ فہو رد (ये आमादेर ऐह (शरीयी) विषये नतून
किछु संयोजन करले से परित्याज्य) एर अत्तर्बुद्ध मने करार कोन कारण नेह ।

अवश्य यदि केउ एमन कोन विषय बलेन वा लिखेन या स्पष्टतई शरीयतविरोधी तवे
ता अवश्यई परित्याज्य । किन्तु या मुवाह वा मुस्ताहावेर अत्तर्बुद्ध ता वर्णना करा मूलत
शरी'आत निर्धारित विषयावली वर्णना करार शामिल । अथवा तार उद्देश्यावली ओ अन्यान्य
विषयेर क्षेत्रे कम বেশि करार पवित्र कुरआनेर ई'राव देया, छापानो, बाँधई करा,
कुरआन शिक्षा देया, लिपिवद्ध करारसह आनुयागिक विषयावलीके आमलेर मध्ये नये
आसार साथे तुलना करा याय । याके उम्मतरेर ज्ञानीगण युगेर प्रयोजन ओ चाहिदार
प्रेक्षिते एवं विभिन्न सम्प्रदायेर सम्मता ओ दक्षता अनुसारे फरय ओयजिवगुलोके
सम्पादन करार जन्य प्रयोजनीय ओ जरूरी विषय हिसेबे निर्धारण करे दियेछेन । आर
मूलनीति हलो

आदिष्ट विषय सम्पन्न करा यार

उपर निर्भरशील ता शिक्षा कराओ आवश्यक ।

آر এই মূলনীতি মান্য করা সবার জন্য অত্যাৱশ্যক । আল্লাহর কালামকে সম্মুন্নত রাখা ও জিহাদের মাঠে তোপ মেশিনগান ও আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করাকে কি বিদআত বলা যাবে? تصوف کی حقیقت اور اس کے مسائل

تصوف کی حقیقت اور اس کے مسائل বইয়ের কভার পৃষ্ঠার স্ক্যান কপি নিম্নে প্রদান করা হল

[تفصیلات]

جملہ حقوق بحق شیخ الہند اکیڈمی محفوظ ہیں

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند
زیر سرپرستی
زیر انتظام

حضرت مولانا بدرالدین اجمل علی القاسمی، رکن مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند

سلسلہ مطبوعات: شیخ الہند اکیڈمی (۲۲ع)

تصوف کی حقیقت اور اس کے مسائل	:	نام کتاب
شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی	:	افادات
جناب مولانا عبدالحفیظ صاحب رحمانی	:	ترتیب
رفیق شیخ الہند اکیڈمی دارالعلوم دیوبند	:	سن اشاعت
ربیع الاول ۱۴۳۵ھ	:	صفحات
۱۵۶	:	قیمت
...	:	کمپیوٹر ترتیب
الفضل کمپیوٹرز امیر منزل نزد مسجد دیوبند (موبائل نمبر: 9412525824)	:	

ناشر

شیخ الہند اکیڈمی دارالعلوم دیوبند

হযরত আব্বাস (রা.) এর একটি স্বপ্নের তাত্ত্বিক আলোচনা

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্ম বা মিলাদ উপলক্ষে শরী'আতসম্মত ভাবে আনন্দ প্রকাশ করার বৈধতার ব্যাপারে আব্বাস (রা.) এর একটি স্বপ্ন যা ইমাম বুখারী (র.) কিতাবুন নিকাহ এর দুধপান অধ্যায়ে, হাফিয ইমাদুদ্দিন ইবনে কাসির তাঁর আস-সিরাতুন নববিয়্যার ১ম খণ্ড-র ২২৪ পৃষ্ঠায়, হাফিয আব্দুর রহমান ইবনু দিবা' শাইবানি তাঁর 'হাদাইকুল আনওয়ার' ফিস সীরাহ' কিতাবের ১ম খণ্ড-র ১৩৪ পৃষ্ঠায়, ইমাম বাগাভি তাঁর 'শারহুস সুন্নাহ' কিতাবের ৯ম খণ্ড-র ৭৬ পৃষ্ঠায়, ইমাম সুহাইলি তাঁর 'আর রাওদুল উনুফ' কিতাবের ৫ম খণ্ড-র ১৯২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। স্বপ্নটি হল, সুহাইলী বলেন, আব্বাস (রা.) বলেন, আমি আবু লাহাব মারা যাওয়ার এক বছর পর স্বপ্নে তার নিকৃষ্ট অবস্থা দেখতে পেলাম। সে আমাকে বলল, মারা যাওয়ার পর আমি শান্তির সন্ধার পাইনি তবে প্রতি সোমবার দিন আমার শান্তি হালকা করা হয়। আর তা এজন্য যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেছেন 'সোমবার দিন। তার বাঁদি সুয়াইবিয়াহ তাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের সুসংবাদ প্রদান করায় আবু লাহাব (খুশি হয়ে) তাকে আযাদ করে দেয়। (ফাতহুল বারী)

উল্লেখ্য, কিছুসংখ্যক মানুষরূপী শয়তান বলে থাকে, আবু লাহাব আনন্দিত হয়ে তার বাঁদিকে মুক্ত করে দেয়ার অনুসরণেই ঈদে মিলাদুন নবী পালন করা হয়, তাই এটা আবু লাহাবের সুন্নাহ। (নাউয়ু বিল্লাহ)। অথচ উপর্যুক্ত হাদিসের ইমামগণ উক্ত ঘটনা উল্লেখ করে এরকম কোনো মন্তব্য না করে বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কারণেই এ শান্তি লাঘব হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁরা বুঝাতে চেয়েছেন যে, একজন কাফির রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমণে খুশি হওয়ার কারণে যদি তার শান্তি লাঘব হয়ে যেতে পারে, তাহলে একজন মু'মিন কত বড় প্রতিদান পেতে পারে!

নিম্নে এ ব্যাপারে তাদের বক্তব্য তুলে ধরা হল:

রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের সুসংবাদ শুনে আনন্দিত হয়ে দাসীকে মুক্ত করে দেওয়ার প্রতিদান স্বরূপ আবু লাহাবের কবরের আযাবকে হালকা করে দেওয়া সংক্রান্ত বিষয়ে হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী রহমতুল্লাহি আলাইহি দীর্ঘ আলোচনার পর যে উপসংহার টেনেছেন তা হল-

وتمة هذا أن يقع الفضل المذكور أكراما لمن وقع من الكافر البر له ونحو ذلك والله أعلم (فتح الباري)

অনুবাদ: মোটকথা, যার নিমিত্তে কাফিরের পক্ষ-হতে সৎকর্ম সম্পাদিত হয়েছে তাঁর (রাসুলের) সম্মানার্থেই উল্লিখিত মর্যাদা। (ফতহুল বারী, খন্ড: ০৯, পৃষ্ঠা: ১২৫)

এ বিষয়ে হাফিয ইমাদুদ্দিন ইবনে কাসীর (র.) তাঁর আল-বেদায়াহ ওয়ান্ নেহায়াহ গ্রন্থে যে আলোচনা পেশ করেছেন তা নিম্নরূপ-

لَأَنَّهُ لَمَّا بَشَّرْتَهُ ثَوْبَةً بِمِيلَادِ ابْنِ أَخِيهِ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أُعْتِقَهَا مِنْ سَاعَتِهِ فَجُوزِيَ بِذَلِكَ لِذَلِكَ.
(البداية والنهاية)

অনুবাদ: যখন সুয়াইবিয়া আবু লাহাবকে তার ভতিজা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহর জন্মের সুসংবাদ প্রদান করল, তখনই আবু লাহাব তাকে আযাদ করে দেয়। আর একারণেই তাকে সেই প্রতিদান (সোমবার দিন শাস্তি লাঘব করা) প্রদান করা হয়। (বেদায়াহ-নেহায়াহ)

হাফিয আব্দুর রহমান ইবনে দাবী' শায়বানী (ওয়াফাত-৯৩০হি.) 'হাদায়িকুল আনওয়ার' কিতাবে সংক্রান্ত আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

قلت: فتخفيف العذاب عنه إنما هو كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم كما خفف عن أبي طالب،
لا لأجل مجرد العتق لقوله تعالى:

وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [سورة هود] . (حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في
سيرة النبي المختار)

অনুবাদ: আমি বলি আবু লাহাবের শাস্তি লাঘব করা মূলত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানার্থেই। যেমন আবু তালেবের শাস্তিও লাঘব করা হয়েছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানার্থেই। কেবলমাত্র সুয়াইবিয়াকে আযাদ করে দেয়ার কারণে নয়। কেননা পবিত্র কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, 'আর তারা যা করেছে তা সেখানে বৃথা যাবে আর তারা যা করে যাচ্ছিল সে সবই নিরর্থক।' (হাদায়িকুল আনওয়ার, খন্ড: ০১, পৃষ্ঠা: ১৩৪)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হল যে, একমাত্র রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কারণেই আবু লাহাবের শাস্তি লাঘব হয়েছিল। যারা আবু লাহাবের ভক্ত, তারাই কেবল এ ধরনের কথা বলে যে, আবু লাহাবের ঘটনা থেকে দলীল গ্রহণ করলে আবু লাহাবের বুয়ুগী প্রমানিত হয়ে যায়। (নাউয়ুবিল্লাহ)।

রাসূলে পাক সা. এর জন্ম যেমন বরকতময়, তাঁর ওফাতও

তেমন বরকতময়

শরী'আত সম্পর্কে অজ্ঞ কিছু সংখ্যক নামধারী আলিম বলে থাকেন, যেহেতু একই দিনে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্ম এবং ওফাত হয়েছে; সুতরাং তাঁর শোক পালন কারাই অধিক যুক্তিযুক্ত। তাদের স্মরণ রাখা উচিত, সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শোক পালন করা যায় তার পরে কারো জন্য শোক পালন করা শরী'আত বিরোধী। প্রক্ষান্তরে মুসলিম শরীফের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি সোমবার রোযা পালনের মাধ্যমে তার জন্মের গুরুত্ব আদায় করেছেন। হাদীসটি নিম্নরূপ-

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সোমবার দিন রোযা রাখা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল- তিনি বললেন, এ দিন আমার জন্ম হয়েছে। এদিন আমি প্রেরিত হয়েছি, এদিন আমার নিকট কুরআন নাযিল হয়েছে। (সহীহ মুসলিম)

নবীগণের ওফাতও বরকতময় হওয়ার ব্যাপারে একটি হাদীস নিম্নে উল্লেখ করছি।

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات

অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সর্বোত্তম দিন হচ্ছে জুম'আর দিন। এ দিনে আদম (আ.) কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ দিনে তাঁকে (জান্নাত থেকে) নামিয়ে দেয়া হয়েছে আর এ দিনেই তাঁর তাওবাহ কবুল করা হয়েছে এবং এ দিনে তিনি ইত্তিকাল করেছেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)

উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় মুল্লা আলী কারী (র.) হাদীসে উল্লেখিত مات (ইত্তিকাল করেছেন) শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেন-

قال القاضي لا شك ان خلق ادم فيه يوجب له شرفا وكذا وفاته - فانه سبب لوصوله الى الجناب الاقدس -

অনুবাদ: নিঃসন্দেহে জুমআ'র দিনে আদম (আ.) এর সৃষ্টি তাঁর উচ্চ মর্যাদার কারণ। তেমনিভাবে তাঁর ইত্তিকালও (তাঁর উচ্চ মর্যাদার কারণ)। কারণ এটা হচ্ছে আল্লাহর কাছে পৌঁছার মাধ্যম। (মিরকাত, খন্ড: ০৩, পৃষ্ঠা: ৪০৬)

প্রকৃতপক্ষে ওয়াহাবীদের দ্বারা প্রভাবিত কিছু সংখ্যক নামধারী আলিম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাতের হকীকত সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে এসব কথা বলে থাকেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাতের হকীকত সম্পর্কে অবগতির জন্য নিম্নে মাওলানা আশরাফ আলী খানবী সাহেবের 'নশরুত তিব' কিতাবের ষষ্ঠবিংশ অধ্যায় 'প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যুর মাধ্যমে আল্লাহর রহমত ও নেয়ামতসমূহ' থেকে কয়েকটি হাদীস ও হাদীসগুলোর উপর ভিত্তি করে যে ফায়দা লিখেছেন তা তুলে ধরছি।

১ম হাদীস:

হযরত জাবির (রা.) থেকে ইমাম তাবরানী (র.) বর্ণনা করেন, যখন সূরা إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ অবতীর্ণ হল- তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত জিবরাইল (আ.) কে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমাকে কি আমার মৃত্যু সংবাদ পরোবভাবে গুনানো হচ্ছে? হযরত জিব্রাইল (আ.) জবাব দিলেন, এই আয়াত তিলাওয়াতের মাধ্যমে অর্থাৎ পরকাল আপনার জন্য ইহাকাল থেকে অনেক উত্তম।

ফায়দা: এখানে একথাই ইরশাদ হয়েছে যে, পরকালীন জীবনের দিকে প্রত্যাগমন আপনার জন্যে অধিক লাভজনক। কারণ, সেখানে আল্লাহ পাকের অতি সান্নিধ্য ও

নৈকট্য লাভ হবে, আনন্দ ও সুখ লাভ হবে পরিপূর্ণভাবে এবং স্বীয় পদমর্যাদাও বৃদ্ধি পাবে।

২য় হাদীস:

ইমাম মুসলিম (র.) হযরত আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন আল্লাহ পাক কোনো উম্মতের প্রতি রহমত বর্ষণের ইচ্ছা করেন এবং সেই পয়গাম্বরকে স্বীয় উম্মতের দলপতি হিসাবে উম্মতের পূর্বেই প্রেরণ করা হয়। আর যখন কোন উম্মতকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করেন, তখন ঐ পয়গাম্বরের জীবদ্ধশায়ী উম্মতকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। পয়গাম্বর তাঁদের ধ্বংসলীলা স্বচর্চে অবলোকন করতে থাকেন- আর এতে তিনি প্রশান্তি ভোগ করেন। কারণ, ঐ উম্মতগণ স্বীয় পয়গাম্বরকে অস্বীকার করেছে, তাঁকে কষ্ট দিয়েছে।

ফায়দা: এই হাদীস দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাত তার উম্মতের জন্য কল্যাণ ও শুভ বলে প্রমাণিত হল।

৩য় হাদীস

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে, এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ সমস্ত লোকদের সওয়াব বর্ণনা করেছিলেন- যাদের শিশু-সন্তান বাল্যকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সেই হাদীসে একথাও বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত আয়শা (রা.) আরয করলেন- যাদের কোন পুত্রসন্তান এমনি অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত না হয়? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন- আমার উম্মতের জন্য আমি তাদের পূর্বে যাচ্ছি। কারণ তাদের জন্য আমার মৃত্যুতুল্য আর কোন বিপদ হবে না।

ফায়দা: এই হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মৃত্যুতে উম্মতের যে বিপদ হবে, তাতে ধৈর্যধারণ করলে অনেক সওয়াব পাওয়া যাবে।

উপরোল্লিখিত ৩টি হাদীসের উপর ভিত্তি করে শায়খ মওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেব যে ফায়দা লিখেছেন উক্ত ফায়দাগুলো পর্যালোচনা করলে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় জিন্দা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাত উম্মতের জন্য বিশেষ রহমত ও নি'আমত ছিল। নিম্নে ফায়দাগুলো উল্লেখ করা হল।

১. **ফায়দা:** এখানে একথাই ইরশাদ হয়েছে যে, পরকালীন জীবনের দিকে প্রত্যাগমন আপনার জন্যে অধিক লাভজনক। কারণ, সেখানে আল্লাহ পাকের অতি সান্নিধ্য ও নৈকট্যলাভ হবে, আনন্দ ও সুখ লাভ হবে পরিপূর্ণভাবে এবং স্বীয় পদমর্যাদাও বৃদ্ধি পাবে।

২. **ফায়দা:** এই হাদীস দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাত তার উম্মতের জন্য কল্যাণকর ও শুভ বলে প্রমাণিত হল।

৩. **ফায়দা:** এই হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মৃত্যুতে উম্মতের যে বিপদ হবে, তাতে ধৈর্য ধারণ করলে অনেক সওয়াব পাওয়া যাবে।

নিম্নে আমরা আরেকটি হাদীস উল্লেখ করছি যা ইবনে হাজর হায়সামী (র.)-এর 'মাযমাউয যাওয়াদীদ' কিতাবে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে। হাদীসটি পর্যালোচনা করলে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য এবং মৃত্যু উভয় উম্মতের জন্য রহমত ছিল।

حياتي خير لكم تحدثون وتحدث لكم و وفاتي خير لكم تعرض على اعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله وما رأيت من شر استغفرت الله لكم.

অনুবাদ: আমার হায়াতও তোমাদের জন্য রহমত কারণ তোমাদের উদ্দেশ্যে (শরীয়তের হুকুম আহকাম) বর্ণনা করা হয়। আমার ওফাতও তোমাদের জন্য রহমতের কারণ, কেননা তোমাদের আমল আমার সামনে পেশ করা হবে। আমল ভালো হলে আমি তোমাদের প্রশংসা করব আর মন্দ হলে আমি তোমাদের জন্য সুপারিশ করব। (শিফা, ১ম খণ্ড-, পৃষ্ঠা: ১৯, মাযমাউয যাওয়াদীদ: ৯ম খণ্ড-, পৃষ্ঠা: ২৪, বিদায়া নেহায়া ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৭৫)

উল্লেখ্য: কেবল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্মের তারিখই বরকতময় হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং তাঁর মাতৃগর্ভে আগমনের কারণে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতে জুম'আর রাত্রি শবে কদরের চেয়েও আরো ফযীলতপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) 'আশিআতুল লুম'আত' কিতাবে উল্লেখিত জুম'আর রাত্রির ফযীলত সম্পর্কে একটি হাদীস তোলে ধরছি -

ما زال امام احمد بن حنبل يقول ان من فضل زمت اذ فب قدره ان يكون في كل سنة في رجب خمسة عشر خيرات وبركات در نيا د آخرت که از حد عدد مصر خارج است گفته شده ان النبي في الدعوات الكبر

অনুবাদ: ইমাম আহমদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে- জুম'আর রাতের ফযীলত শবে কদরের ফযীলত অপেক্ষা বেশি। কেননা এ রাতে হযরত সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় মাতৃগর্ভে শুভাগমন করেছেন। আর হযরতের শুভাগমনের মধ্যেই দুনিয়া ও আখিরাতের অগণিত অশেষ কল্যাণ নিহিত রয়েছে। (আশিআতুল লুম'আত, পৃষ্ঠা- ৫৭৭)

শায়খ মাওলানা আশারাফ আলী থানবী সাহেব বেহেশতী জেওর কিতাবে ঠিক অনুরূপ বক্তব্য পেশ করেছেন। বেহেশতী জেওর কিতাবের ভাষ্য নিম্নরূপ-

হাদীস: মসনদে আহমদে আছে- জুম'আর রাতের ফযীলত শবে কদরের ফযীলত অপেক্ষা বেশি। কেননা এ রাতে হযরত সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় মাতৃগর্ভে শুভাগমন করেছেন। আর হযরতের শুভাগমনের মধ্যেই দুনিয়া ও আখিরাতের অগণিত অশেষ কল্যাণ নিহিত রয়েছে। (বেহেশতী জেওর, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৮৯)

সোমবার দিন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের কারণে যেকোন বরকতময়, তদ্রূপ তাঁর ওফাতের কারণেও এ দিন বরকতময়। এ কারণে হযরত আবু

বকর (রা.) রাসূলে পাকের ওফাতের তারিখে মৃত্যুবরণ করার আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। যদিও ইমাম বুখারী (র.) বুখারী শরীফে শুক্রবার দিনে মৃত্যুবরণ করার ফযীলতের কোন হাদীস বর্ণনা করেননি; কিন্তু সোমবার দিনে মৃত্যুবরণের ফযীলতের একটি অধ্যায় এনেছেন। উক্ত অধ্যায়ে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর সোমবার দিনে মৃত্যুবরণের আকাঙ্ক্ষার কথা উল্লেখ করে দলীল পেশ করেছেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) হযরত আয়শা সিদ্দিকা (রা.) কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাত কোন দিন হয়েছিল। তার উত্তরে হযরত আয়শা সিদ্দিকা (রা.) ও হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছিল, তা বুখারী শরীফের একটি হাদীস থেকে তুলে ধরছি।

وَقَالَ لَهَا فِي أَيِّ يَوْمٍ تُؤْفَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ قَالَ فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالَتْ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ قَالَ أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ-

অনুবাদ: হযরত আবু বকর (রা.) হযরত আয়শা (রা.) কে বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন দিন ইনতিকাল করেছিলেন? আয়শা (রা.) জবাব দিলেন- সোমবার। আবু বকর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, আজ কি বার? জবাবে আয়শা (রা.) বললেন, সোমবার। আবুবকর (রা.) বললেন, আমি আশা করি আগত রাতের মধ্যে (আমার মৃত্যু হবে)। (বুখারী)

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম কাসতালানী (র.) লেখেন-

وترجي الصديق رضي الله عنه ان يموت يوم الاثنين لقصد التبرك - وحصول الخير - لكونه عليه السلام توفي فيه - فله مزية علي غيره من الايام بهذا الاعتبار -

অনুবাদ: বরকত ও কল্যাণ হাসিলের উদ্যোগে সোমবার সিদ্দীকে আকবর (রা.) মৃত্যু কামনা করেছিলেন। যেহেতু এ দিন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাত হয়েছে। এ কারণে অন্য দিনের উপর এ দিনের ফযীলত রয়েছে। (ইরশাদুস সারী, ২য় খন্ড: পৃষ্ঠা: ৪৭৫)

ঈদে মীলাদুন্নবী সম্পর্কে কিছু তাত্ত্বিক আলোচনা

ইমাম কাসতালানী (র.), আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) সহ অনেক আকাবির রবিউল আউয়াল মাসের রাতগুলোকে ঈদ বানানোর কথা বলেছেন। কিছু সংখ্যক নামধারী আলিম বলে থাকেন, ঈদ শব্দ কেবল দু' ঈদের সাথে ব্যবহৃত হয়। আর কোথাও ঈদ ব্যবহার করা সঠিক নয়। ঈদ শব্দের শাব্দিক হল অর্থ আনন্দ। যে কোন ধরনের আনন্দের সময়কে ঈদ বলা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে আমরা হানাতী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য ফিকহের কিতাব 'হাশিয়ায়ে তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ' হতে কিছু আলোচনা তুলে ধরছি। উক্ত কিতাবে দু' ঈদের আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন-

ويطلق على كل يوم مسرة ولذا قيل:

عيد وعيد وعيد صرن مجتمعه. ... وجه الحبيب ويوم العيد والجمعة.

অনুবাদ: (ঈদ শব্দটি) সকল আনন্দের দিনের উপরই প্রয়োগ করা যায়। আর এ জন্যই বলা হয়ে থাকে আমাদের জন্য তিনটি ঈদ একত্রিত হয়েছে। বন্ধুর চেহারা, ঈদের দিন এবং জুম'আর দিন।

হেদায় কিতাবের হাশিয়ায় আব্দুল হাই লখনভী (র.) এর ওয়ালিদ মহতরম আব্দুল হেলিম লখনভী (র.) (মৃত্যু ১২৮৫ হিজরী) জুম'আর দিনকে ঈদ বলা প্রসঙ্গে লিখেছেন-

سماها عيداً تبركا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل مومن في كل شهر اربعة اعياد او خمسة اعياد - او لان الجمعة يعاد اليها في كل اسبوع كما ان العيد يعاد اليه في كل سنة - او لان الله

تعالى يعود الي عباداه بالمغفرة فيه -

অনুবাদ: 'সকল মুমিনের জন্য প্রত্যেক মাসে চারটি বা পাঁচটি ঈদ রয়েছে'। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ উক্তি থেকে বরকত লাভের জন্য (জুম'আর দিনকে) ঈদ বলা হয়েছে। অথবা ঈদ এ কারণে বলা হয়েছে কারণ জুম'আ প্রতি সপ্তাহে একবার ফিরে আসে যেমনিভাবে ঈদ প্রতি বছর ফিরে আসে। অথবা এ কারণে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা এদিন বান্দাহর প্রতি মাগফিরত নিয়ে ফিরে আসেন। (হাশিয়ায় হেদায়া, বাবুল ঈদাইন)

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে প্রমানিত হ:

১. বছরের ৫২টি দিনকে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই ঈদ বলেছেন।

২. জুম'আকে ঈদ বলা হয়, ফিরে আসার কারণে।

৩. জুম'আকে ঈদ বলা হয় আল্লাহর পক্ষ হতে বারবার মাগফিরত ফিরে আসার কারণে।

মীলাদুন্নবীর মধ্যে উপরোক্ত তিনটি কারণই বিদ্যমান রয়েছে। তাই উহাকে ঈদ বলা অযৌক্তিক নয়।

উল্লেখ্য যে, কুরআন হাদীসে শব্দ ব্যবহারের একটি মূল নীতি হচ্ছে শব্দগুলো কোন কোন সময় প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়, আবার কোন কোন সময় রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ স্বরূপ, আল্লাহ তা'আলার এটি সিফাতী নাম হল মাওলা। এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। অথচ এ শব্দটি বুখারী শরীফের হাদীসের সনদে ১৮৮ বার ক্রীতদাস অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এখন যদি কোন নির্বোধ বলে থাকে যে, বুখারী শরীফেই ক্রীতদাসকে আল্লাহর একটি বিশেষণের সাথে বিশেষিত করা হয়েছে, তবে তা হবে তার চরম মুর্থতার পরিচায়ক। ঠিক তদ্রূপ, ঈদ শব্দ যখন দু' ঈদ ছাড়া অন্য কোন খুশীর দিনের জন্য ব্যবহার করা হবে, তখন তা রূপক অর্থেই ব্যবহৃত হবে।

লা-মাযহাবীদের আবিষ্কৃত নাম

এ প্রসঙ্গে শেখ মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেবের একটি ফতওয়া উপস্থাপন করছি- যা ইদরীস কাসিমী সাহেব বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ‘কাশফুল বারী’ কিতাবে এবং সৈয়দ আহমদ রেযা বিজনুরী সাহেব বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ‘আনওয়ারুল বারী’ কিতাবে উল্লেখ করেছেন। নিম্নে ‘আনওয়ারুল বারী’ থেকে ফতোয়াটি উল্লেখ করছি।

غیر مقلدوں کے مارے میں حضرت تھانوی کے ارشادات

(۱) غیر مقلد بہت طرح کے ہیں بعض — یہ کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا خلاف احتیاط یا مکروہ یا باطل ہے۔ اس لئے احتیاط یہی ہے کہ ان کی اقتداء نہ کی جائے۔ (فتاویٰ امدادیہ ص ۹۰/۱)۔

(۲) انرا نزاع غیر مقلدوں سے فقط بوجہ اختلاف فروع و جزئیات کے نہیں ہے، اگر یہ وجہ ہوتی تو حنفیہ شافعیہ کی کبھی نہ بنتی، لڑائی و نزاع رہا کرتا، حالانکہ ہمیشہ صلح و اتحاد رہا، بلکہ نزاع ان لوگوں (غیر مقلدوں) سے اصول میں ہو گیا ہے۔ کیونکہ وہ سلف صالح خصوصاً امام اعظم کو طعن و تشنیع کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور چار نکاح سے زیادہ جائز کہتے ہیں اور حضرت عمرؓ کو دربارہ تراویح بدعتی بتاتے ہیں اور مقلدوں کو مشرک سمجھ کر مقابلے میں اپنا لقب موصدین رکھتے ہیں۔ اور تقلیدائے کوشل رسم جاہلان عرب کہتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے وجدنا علیہ آباننا معاذ اللہ۔ استغفر اللہ اور وہ خدا تعالیٰ کو عرش پر بیٹھا ہوا مانتے ہیں اور فقہاء کو مخالف سنت ٹھہراتے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس بہت سے عقائد باطلہ رکھتے ہیں۔ پھر اس پر عادت تفریق کی ہے کہ موقع پر چھپ جاتے ہیں اور اکثر باتوں سے مکر جاتے ہیں اور منکر ہو جاتے ہیں (فتاویٰ امدادیہ ص ۱۵۰/۳)۔

جہور سلف کے خلاف تفرقہ کے ہم تختی سے مخالف ہیں اور انوار الباری میں حسب موقع اس پر لکھتے بھی رہتے ہیں۔ عن قریب تفرقات اکابر امت بر مزید تفصیل سے روشنی ڈال دیا جائے گی۔ ان شاء اللہ۔

অনুবাদ: গয়র মুকাল্লিদদের সাথে আমাদের দ্বিমত শুধুমাত্র আংশিক ও উপধারাসমূহের পার্থক্য নয়। যদি এ কারণটা হতো, তাহলে হানারী ও শাফিঈদের মধ্যে কখনো বনিবনা হতো না। নিয়মিত এ লড়াই ও দাঙ্গা বিরাজিত থাকত। অথচ তাদের সাথে সর্বদা সন্ধি ও ঐক্য ছিল বরং তাদের (গায়রে মুকাল্লিদদের) সাথে বিরোধ মূলনীতিগুলোতেও সৃষ্টি হয়ে গেল। কেননা তারা (১) সলফে সালেহ বিশেষতঃ ইমাম আযম আবু হানীফা (র.) কে নিন্দা ও তিরস্কারের সাথে উল্লেখ করেন। (২) চার বিবাহের অধিককে বৈধ বলেন। (৩) তারাবীহ নামায প্রসঙ্গে হযরত উমর (রা.) কে তারা বিদ'আতী বলেন। (৪) মুকাল্লিদদেরকে (মাযহাব অনুসারীদেরকে) মুশরিক মনে করে বিপরীতে নিজেদের উপাধি মুয়াহহিদীন (তাওহীদ পন্থী) রাখেন। (৫) ইমামদের অনুসরণকে আরবের মূর্থ সমাজের প্রথানুরূপ বলে থাকেন। আরবরা বলতো وجدنا

তারা আল্লাহ তা'আলাকে আরশের উপর বসে আছেন মনে করেন। (৭) ফকীহদেরকে সুন্যাতের বিরোধীতাকারী আখ্যায়িত করেন। এ নিয়মে তারা অনেক বাতিল আকীদা

পোষণ করেন। (৮) সেই সাথে রয়েছে তাকিয়া নীতির অভ্যাস। সুবিধা মত চুপসে যায় এবং অধিকাংশ কথা থেকে ফিরে গিয়ে অস্বীকারী হয়ে বসেন।
(ফাতাওয়া এমদাদিয়া, খ-: ৩য়, পৃষ্ঠা: ১৫০, সূত্রে আনওয়ারুল বারী, খ-: ১৮, পৃষ্ঠা: ২২০ ও কাশফুল বারী, খ-: ৬, পৃষ্ঠা: ২৯১)

তথাকথিত তাওহীদী খারিজীদের ইবাদত বন্দেগী দেখে প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়

খারিজীগণই সর্ব প্রথম রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর প্রতি বেআদবীর প্রথা চালু করেছিল। যদিও তারা বহ্যিক দৃষ্টিতে ইবাদত বন্দেগীতে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিল। রাসূলে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হাওয়াযিন যুদ্ধের গনীমত বণ্টন করছিলেন, তখন খারিজীদের প্রতিষ্টাতা যুলখুয়াইসিরা তামীমী রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর উপর অভিযোগ করে বলল, 'হে মুহাম্মদ! ন্যায়পরায়নতা রক্ষা করুন। আমার দৃষ্টিতে আপনি ন্যায়পরায়নতা রক্ষা করছেন না। এ কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি ধ্বংস হয়ে যাও। আমি যদি ন্যায়পরায়নতা রক্ষা না করি, তাহলে কে করবে?'
এ প্রসঙ্গে বুখারী শরীফের একটি হাদীস উল্লেখ করছি।

يَتِمَّا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْسِمُ قِسْمًا أَتَاهُ ذُو الْخَوْنِصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْدِلْ فَقَالَ وَبَيْتُكَ وَمَنْ يَغْدِلُ إِذَا لَمْ أَغْدِلْ قَدْ خَبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَغْدِلْ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ انْذَنْ لِي فِيهِ فَأَضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ دَعُهُ فَإِنْ لَهُ أَصْحَابًا يَخْفَرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ

অনুবাদ: একদা আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে ছিলাম। এমন সময় তিনি গনীমতের মাল বণ্টন করছিলেন। তখন বনু তামীম গোত্রের যুলখুয়াইসিরা এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ইনসাফ রক্ষা করুন। জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি ধ্বংস হয়ে যাও। আমি যদি ন্যায়পরায়নতা রক্ষা না করি, তাহলে কে করবে? তখন হযরত উমর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে অনুমতি দিন আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। কারণ তার এমন অনেক সাথী রয়েছে যাদের নামাযের কাছে তোমাদের নামায তুচ্ছ মনে হবে, তাদের রোযার কাছে তোমাদের রোযা তুচ্ছ মনে হবে। তারা কুরআনে পাক তিলাওয়াত করে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না। তারা দীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেভাবে তীর ধনুক থেকে বের হয়ে যায়। (বুখারী, কিতাবুল আদব)

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا أَتَيَا أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَسَأَلَاهُ عَنْ الْحُرُورِيَّةِ أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا أَذْرِي مَا الْحُرُورِيَّةُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ خُلُوقَهُمْ أَوْ حَتَّاجِرُهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ

খারিজীদের দ্বারা প্রভাবিত ওয়াহাবীরাও রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মর্যাদাকে হেয় করার পাশাপাশি খারিজীদের মত কাফিরদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ কুরআনের আয়াতসমূহকে মুসলমানদের উপর প্রয়োগ করে। খারিজীদের এ ধরনের আচরণ সম্পর্কে বুখারী শরীফ থেকে একটি উদ্ধৃতি পেশ করছি।

অনুবাদ: হযরত ইবনে উমর (র.) তাদেরকে (খারিজীদেরকে) আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির মধ্যে সর্ব নিকৃষ্ট সৃষ্টি বলে মনে করতেন। তারা কাফিরদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ আয়াত সমূহকে মুমিনদের উপর প্রয়োগ করে। (বুখারী)

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর দৃষ্টিতে মীলাদুন্নবী (সা.) পালনের উপকারিতা

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) ফুযুযুল হারামাইন কিতাবে লিখেছেন- 'আমি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম দিনে মক্কা মুকাররামায় মওলিদুন্নবীতে উপস্থিত ছিলাম। লোকেরা তাঁর দরবারে সালাত পেশ করছিল। এবং তাঁর জন্মের সময় এবং নবুওতের পূর্বে প্রকাশিত ইরহাসাতগুলোর আলোচনা করছিল। আকস্মাৎ আমি দেখলাম, এ মাহফিলের উপর নূরের তাজাল্লি বর্ষিত হচ্ছে। আমি বলতে পারছি না তা আমি শারীরিক চোখে দেখছি, না অন্তরের চোখে দেখছি। যাই হোক, আল্লাহই ভাল জানেন। আমি এ দু'য়ের মাঝামাঝি অবস্থায় ছিলাম। তখন আমি ঐ নূর নিয়ে চিন্তা করলাম এবং বুঝতে পারলাম যে, এ নূর হচ্ছে ঐ সমস্ত ফেরেশতার নূর, যারা এ ধরনের মজলিসে উপস্থিত হন। (আদ-দুররবস সামীন, পৃষ্ঠা: ৪০)

রাসূলে পাক (সা.) এর জন্মের শুকরিয়াস্বরূপ শিরনী (বিভিন্ন ধরনের খাবার) ইত্যাদি করা

মুকদিসী তাঁর লিখিত 'আল আহাদীসুল মুখতারাহ' কিতাবে লেখেন-

عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عرق عن نفسه بعدما بعث نبيا إسناده صحيح

অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নবুওত প্রকাশের পর নিজের আকীকা করেছেন। (আল-আহাদীসুল মুখতারাহ, খন্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ২০৫)

যাহাবী 'মীযানুল ই'তিদাল' কিতাবে লেখেছেন-

روى عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرق عن نفسه بعدما بعث - (ميزان الاعتدال في نقد الرجال - 4 - 193)

মীলাদুন্নবী উপলক্ষে শাহ আব্দুর রহীম মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর খানা বিতরন

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) স্বীয় ওয়ালিদ মুহতারাম শাহ আব্দুর রহীম মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর হওয়ালায় লেখেন- আমি প্রতি বছর রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মীলাদুন্নবী উপলক্ষে খাবারের ব্যবস্থা করতাম। কিন্তু এক বছর (অভাবের কারণে) খাবারের ব্যবস্থা করতে পারি নি। তাই কিছু ছোলা ভোনা করে মীলাদুন্নবীর খুশিতে লোকজনের মধ্যে বণ্টন করে দিলাম। রাতে স্বপ্নে দেখলাম, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উজ্জ্বল ও হাসিমাখা মুখে বসা আছেন আর তাঁর সামনে সেই ছোলা। (আদ-দুররুস সামীন, পৃষ্ঠা: ৪০, ফুযুযুল হারামাইন, পৃষ্ঠা: ৮০-১৮)

ବିଜ୍ଞାନମୂଳକ (ମ.) ଓ
ଏକାନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା



ଫୋଟୋ ପ୍ରକାଶନ ଉଦ୍ୟମ